তৃতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬৪

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং উমাশঙ্কর প্রেস ১২, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীঅনাদিনাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

—কেরাণীর জীবনী—

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের—
শ্রীচরণ কমলে উৎসর্গ—

রাশিচক্রে সূর্য যথা ভ্রমিতেছে যুগ-যুগান্তর
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সঞ্জীবিত করি' মহাপ্রাণ,—
আত্ম-দৃপ্ত সত্য তব ঘূর্ণমান চলে নিরন্তর
জনতার রাশি-চক্রে সেইমত প্রজ্ঞা বলীয়ান ;
দিগন্তে সমুদ্র যথা ভীমবেগে করিয়া গর্জন
তুলিয়া সহস্র ফণা তরঙ্গের করিয়া সঞ্চার
ধরিত্রীর বক্ষ-সীম আসক্তিরে করিয়া বর্জন
ক্রমাগত ছুটে চলে শ্রান্তি ক্লান্তি অন্বেষিয়া তা'র,—
সেইমত জীবাত্মার রিপু স্ফীত কামনা প্রবাহ
পরমাত্মা দিগঞ্চলে অগ্রগামী মুক্তি অন্বেষণ,
মঙ্গল নির্দেশ তব শ্রদ্ধা-ভরে করিব নির্বাহ
জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ প্রস্থান প্রয়োজনে।
রামকৃষ্ণ নটগুরু, মহাশিল্পী নিত্য জ্ঞানাধার
সর্ব-ধর্মী সত্য-দ্রষ্টা, অধমের লহ নমস্কার।

—শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরাণীর জীবন

কলিকাতার শ্রেষ্ঠ সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় 'রঙ্গ-নাট্যম্' কর্তৃক

শ্রীরঙ্গম্-এ প্রথম অভিনয় রজনী

২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৯

পরে একাদিক্রমে বহু রজনী মিনার্ভা থিয়েটার-এ অভিনয়

শনিবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫২

প্রথম অভিনয়—সন্ধ্যা ৬।টায়

শেষে মুক্তিটেকনিক সোসাইটি লিঃ কর্তৃক চিত্রায়িত

কলিকাতায় শুভ উদ্বোধন ১লা মে, ১৯৫৩

	রঙ্গনাট্যম্	মিনার্ভা থিয়েটার	ফিল্ম
পরিচালক	ঠাকুরদাস	রঞ্জিৎ রায়	দিলীপ মুখার্জী
সুরশিল্পী	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	লক্ষ্মণ হাজরা
তত্ত্বাবধায়ক	নরেশচন্দ্র দত্ত	জলু বড়াল	মুরারী শীল
প্রচার সচিব	ধিরজাশঙ্কর বসু	শান্তি চক্রবর্তী	
স্মারক	অজিত চট্টোঃ	শচীন ভট্টাচার্য্য	
	সুনিল বসু		
মঞ্চসংরক্ষণায়	সুবোধ ঘোষ	মিলন দত্ত	
আলোক নিয়ন্ত্রণে	অনিল দাস	কাশীনাথ পাল	
রূপসজ্জা	বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং	বাদল গাঙ্গুলি	

বাদক—
- হারমোনিয়ম—হরিদাস মুখার্জী
- পিয়ানো—শেখর রায়
- তবলা—ভোলা মল্লিক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক ভারতবর্ষের বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আশীর্বাণী —

শ্রীমান্ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কেরাণীর জীবন" পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মঞ্চে এবং ছায়াচিত্রে ইহার অভিনয়ও খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক যখন ইহার মহরত এবং শ্রীরঙ্গমে ইহার প্রথম অভিনয় হয়, তখন আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করিয়া সম্মান দেওয়া হয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে সেই নাটকখানি এত অল্প সময় মধ্যে সাধারণের নিকট খুবই সমাদর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। আশা করি ইহা সর্বত্র সংবর্ধিত এবং অভিনীত হইবে। নাটকখানি সাধারণ কেরাণীর সংসার চিত্রের একটি খাঁটি আলেখ্য চিত্র। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংগ্রামশীল জীবনের দুঃখ-কষ্ট ইহাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। অনেকদিন হইতে আজকালকার অনাটন সংসারের বিষয়বস্তু সংবলিত একখানি নাটকের অভাব বড়ই অনুভব করিতেছিলাম। ছবিবাবু এই উৎকৃষ্ট প্রাণস্পর্শী এবং বাস্তবতামূলক নাটকখানি রচনা করিয়া আমাদের সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আশা করি, নাটকখানি সকলের নিকটই আদরণীয় হইবে। আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি যে, নাটকের গুণে নাটকখানি যেন সকলকেই তৃপ্তিদানে সক্ষম হয় এবং প্রার্থনা করি এই উদীয়মান নাট্যকারের লেখনীতে এবংবিধ আরও অপূর্ব নাটক প্রসূত হইয়া নাট্যশালার অভাব পূর্ণ করুক—নটনাথ শ্রীমান ছবিকে দীর্ঘজীবি করুক।

১২৪-এবি, রসা রোড,
কালিঘাট, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১০৫০।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
এড্‌ভোকেট
হাইকোর্ট

কেরাণীর জীবন

—: প্রথম অভিনয় রজনী :

—রঙ্গনাট্যম্-এর শিল্পীবৃন্দ

রূপ-লিপি

নন্দী সায়েব	বড় সায়েব	প্রবোধ চট্টো:
রাবিন্দ বরণ গুহ	ছোট সায়েব	ঠাকুরদাস মিত্র
বিধুভূষণ মুখো:	কেরাণী (বড়বাবু)	ঠাকুরদাস মিত্র
পরেশ চন্দ্র (পটলা)	ঐ বড় ছেলে	প্রেমাংশু বোস
মিণ্টু	ঐ ছোট ছেলে	লিটন
সত্যবান্ চট্টো:	ঐ নাতি	রূপেন মিত্র
কৃষ্ণচন্দ্র মোদক	ঐ মুদি	মোহনচাঁদ দাস
গোপেশ্বর চক্রবর্তী	ঐ বাড়িওয়ালা	গৌরহরি দাস
যদুনাথ ঘোষ	ঐ গোয়ালা	অনিল কুমার
কেশবকৃষ্ণ মিত্র	ঐ ডাক্তার	অনিল দাস
নিবারণ চট্টো:	অফিসের কেরাণী	মণি চট্টো:
দ্বিজেন ঘোষাল	"	অজিত কুমার
সুহাস মহাপাত্র	"	পশুপতি ভট্টা:
সত্যেন মুখো:	"	সুবোধ ঘোষ
ভানু ভবানি	"	আনন্দব্রত বিশ্বাস
অজয় সেন	"	সুকুমার চট্টো:
আঢ্য সান্যাল (আঢ্যিদা)	"	রাধাকান্ত দাস
রবিন	"	অশ্রু ভট্টাচার্য্য

হলধর	অফিসের পিওন	দিনেশ চক্রবর্তী
নীলমণি	আর্দালি	সমীর
ন্যাপলা	পটলার বন্ধু	

—:০:—

সৌদামিনী	বিধুবাবুর স্ত্রী	রেখা চট্টোঃ
মাধুরি	ঐ কন্যা (বিধবা)	শেফালি দে
মিনু	ঐ কন্যা (অনূঢ়া)	বাণী বন্দ্যোঃ
বুলু	ঐ কন্যা (অনূঢ়া)	বীণা বসু।

—:০:—

কেরাণীর জীবন

রূপলিপি

	মিনার্ভা থিয়েটার	ফিল্ম
নন্দী সায়েব	সমর মিত্র	বসন্ত প্রধান
মিঃ গুহ	গৌরীশঙ্কর	গৌরীশঙ্কর
বিধুভূষণ	সন্তোষ সিংহ	জহর গাঙ্গুলি
পরেশচন্দ্র (পটলা)	ঠাকুরদাস মিত্র	প্রেমাংশু বোস
মিণ্টু	কুমারী মাধুরি	মাঃ চন্দন
সত্যবান চট্টোঃ	কুমারী সূর্যা	
কৃষ্ণচন্দ্র মোদক	শিবকালি চট্টোঃ	শিবকালি চট্টোঃ
গোপেশ্বর চক্রবর্তী	বিভূতি দাস	রবি রায়
যদুনাথ ঘোষ	মিলন দত্ত	
কেশবকৃষ্ণ মিত্র	শান্তি চক্রবর্তী	
নিবারণ চট্টোঃ	রঞ্জিৎ রায়	
দ্বিজেন ঘোষাল	ভগবান ভট্টাঃ	
সুহাস মহাপাত্র	প্রভাস দাস	
সত্যেন মুখোঃ	সুধাংশু মুখার্জী	
ভানু ভবানি	অশ্বিনী কুমার দাস	সত্যেন মুখোঃ
অজয় সেন	সুধীর গাঙ্গুলী	
আঢ্য সান্যাল	ধীরেন সাহা	ভানু বন্দ্যোঃ
জলধর	সরিৎ চ্যাটার্জী	মণি শ্রীমাণি
নীলমণি	অমিয় কর	
হাপ্‌লা	গোপাল চট্টোঃ	শম্ভু বন্দ্যোঃ
রবিন	সুশীল রায়	বিকাশ রায়

—:০:—

	মিনার্ভা থিয়েটার	ফিল্ম
সৌদামিনী	বেলারাণী পরে উষাবতী—(পটল)	বাণী গাঙ্গুলি
মাধুরি	রমা দেবী	রেণুকা রায়
মিন্টু	সুদীপ্তা রায়	যমুনা সিংহ
বুলু	মঞ্জুশ্রী চট্টোঃ	সাবিত্রী চট্টোঃ

ভূমিকা

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে **"কেরাণীর জীবন"** নাটকখানি রচিত। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সমালোচনা করিয়া কিংবা কোনো নীতিকে সমালোচনা করিয়া নাটকটি রচিত হয় নাই। এই নাটকটির মধ্যে আছে মধ্যবিত্ত বাংগালির দৈনন্দিন জীবনের ক'-একটি কঠিন সমস্যা। সমাধান কিরূপে হইতে পারে সেই সম্বন্ধে নাটকে নির্ভীক ইংগিত থাকিলে বিভিন্ন মতবাদীগণের তাড়নায় নাটকটিকে প্রতি পদে বিপর্যস্ত হইতে হইবে। সেই কারণে সমালোচকগণের হাতেই আমি সমাধানের ভারটি তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। দেখি যদি কোনক্রমে সমাধানের কোন একটি বিন্দুতে তাঁহারা মিলিতে পারেন!

আমার মনে হয় সাহিত্যের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় না, হয় সমস্যার বিশ্লেষণ, ক্রম-বিকাশের পথে সমাধান এক সাময়িক ভগ্নদূতের মত আসিয়া উপস্থিত হয়: বিদায় তাহাকে লইতেই হইবে। কারণ, তখন হয়তো আরও নূতন সমস্যা দ্বারদেশে অপেক্ষমান! পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মধ্যবিত্ত সমাজের যে সব সমস্যা ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে না হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে জীবনে আরও অনেক জটিল সমস্যা দেখা দিল, আরও পঞ্চাশ বৎসর পরে বর্তমানের সমাধানের উপর আরও নূতন কোনও সমস্যার কণ্টক-বৃক্ষ জন্মাইতে পারে। সমস্যা সমাধানের কোন নির্দিষ্ট পথ নাই। ইতিহাসে দেখা যায় যুদ্ধ এবং শান্তির সমস্যা-সমাধান কোনও যুগই করিতে পারে নাই। যে যুগে যে পট-ভূমিকার উপর আমি কেরাণীর জীবন লিখিয়াছি উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কথা হইতেছে জীবনের উপর আলোক প্রক্ষেপ করিবেন কে? শাসন শোষণ এবং পীড়নের প্রতিবাদ জানাইলে যে স্থানে

একটা বিরাট দৈত্যের বজ্রমুষ্টি শ্বাসনালী চাপিয়া ধরে সেই নরকে মানবের স্বাধীন সত্তার, মানবের স্বাধীন চেতনার, মানবের স্বাধীন মতবাদের মূল্য কতটুকু? যিশুখ্রীষ্টের যুগ হইতে মহাত্মা গান্ধীর যুগ পর্যন্ত মানুষ তাহার কতটুকু মনুষ্যত্বকে বিকাশ করিতে পারিয়াছে! যতদিন পর্যন্ত না মানুষ একে অন্যের সুখ-দুঃখকে একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারিবে, যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রের বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত হইবে, যতদিন পর্যন্ত দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া না উঠিবে, আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান, বিদ্যাভিমান এবং পদমর্যাদাভিমান যতদিন না এদেশ হইতে দূর হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত না প্রকৃত শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পাইবে ততদিন, শুধু কেরাণীর জীবনকেই নয়, প্রতিটী জীবনকেই অভিশাপের বোঝা বহন করিয়া অপমৃত্যু এবং অকাল মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং কেরাণীর জীবনের সমস্যা সমাধান করিতে যদি আমি অপারগ হইয়া থাকি, আশা করি দেশের জনগণ তাহার জন্য আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দিক্‌পাল ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এবং বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় সৌখীন সম্প্রদায়ের "কেরাণী" মহরতের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া নবীন নাট্যকারকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চরণ-ধূলি নাট্য-তীর্থের যাত্রাপথে আমার একমাত্র পাথেয়। বর্তমান বাংলা বেতার জগতের নাট্যাধিনায়ক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় সৌখিন সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় রজনীতে উপস্থিত থাকিয়া লেখককে জানাইয়াছেন তাঁহার আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। তাঁহার পদপ্রান্তে আমি নিবেদন করি আমার নমস্কার।

—শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরাণীর জীবন

দৃশ্য-লিপি

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের জন্য

১।১

বিধু মুখুজ্যের বাড়ীর রান্নাঘর

১।২

বসিবার ঘর

১।৩

মিনুর ঘর

১।৪

সদর দরজার সামনের রাস্তা

১।৫

রান্নাঘর

১।৬

অফিস রুম

১।৭

নন্দী সায়েবের ঘর

ড্রপ

২।১

বারিদবরণ গুহের ঘর

২।২

রান্নাঘর

২।৩

মিনুর ঘর

ড্রপ

৩।১

অফিস রুম

৩।২

বারিদবরণ গুহের ঘর

৩।৩

~~বিধু মুখুজ্যের~~ ঘর

৩।৪

~~মিনুর~~ ঘর

ড্রপ

৪।১

অফিস রুম

৪।২

বিধু মুখুজ্যের ঘর

৪।৩

পটলার ঘর

ড্রপ

সৌখীন সম্প্রদায়ের জন্য

দৃশ্য-লিপি

১।১

রান্নাঘর

১।২

একতলা দালান

১।৩

দ্বিতল দালান

১।৪

বাড়ীর বহির্ভাগ

১।৫

নীচের দালান, ১।২ এর মত

ড্রপ

২।১

অফিস ঘর

[সৌখিন সম্প্রদায় স্ক্রীন ফেলিবেন, চেয়ার টেবিল সাজাইবার জন্য]

২।২

বড় সায়েবের ঘর (স্ক্রীন)

২।৩

ছোট সায়েবের ঘর (স্ক্রীন)

২।৪

রান্নাঘর ১।১-এর মত

২।৫

দালান দ্বিতল একাংশ (নূতন দৃশ্য)

ড্রপ

৩।১

অফিস ঘর

২।১-এর মত (স্ক্রীন)

৩।২

ছোট সায়েবের ঘর, (স্ক্রীন)

৩।৩

দ্বিতল দালান

৩।৪

একতলা দালান

ড্রপ

৪।১

অফিস ঘর (স্ক্রীন)

৪।২

একতলা দালান

৪।৩

পট্‌লার ঘর

ড্রপ

কেরাণীর জীবন

১।১

[বিধু মুখুজ্যের বাড়ী। রান্নাঘর, সৌদামিনী কুটনা কুটিতেছেন। মাধুরি ডাল বাটিতেছে। সত্যবান পড়িতেছে।]

সত্যবান। "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।"

মাধুরি। "পাখী সব" তো মুখস্থ হয়ে গেছে। আবার সেই পুরোনো পড়া পড়্‌ছিস? "সকালে উঠিয়া" পদ্যটা মুখস্থ কর।

সত্যবান। "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হ'য়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।"
মা ক্ষিদে পেয়েছে—

মাধুরি। আমায় গেলোনা, লক্ষ্মিছাড়া—হতভাগা—

সৌদামিনী। আহা কেন বক্‌চিস মাধু।

সত্যবান। আচ্ছা দিদিমা, এত বেলা পর্যন্ত বুঝি ক্ষিদে পায় না?

মাধুরি। এত লোকের মরণ হয়, কই তোর তো মরণ হয় না!

সৌদামিনী। আহা, ও ছেলেমানুষ—ওর কি জ্ঞান-গম্যি কিছু আছে?

মাধুরি। পড়্‌ পড়্‌ হতভাগা, পড়্‌তে না পড়তে ক্ষিদে পেয়েছে। আ মরণ! জন্মেই তো বাপ্‌কে একবারে টপ ক'রে গিলে ফেল্লি!

সৌদামিনী। তা'র জন্যে ওকে বক্‌চিস কেন মাধু? সবই তোর

অদৃষ্ট! দিব্যি জলজ্যান্ত একটা ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলুম...সবই আমার ভাগ্য!

মাধুরি। যাও, যাও, এখন আর নাকে কেঁদোনা! গলায় দড়ি কলসি বেঁধে আমাকে জলে ভাসিয়ে দাওনি কেন? এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে যে তুবলা দুমুঠো পরিবারকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারেনি, পরণে একখানার বেশি দুখানা সাড়ি জোগাতে পাবে নি—

সৌদামিনী। অমন রাজপুত্তুরের মত সোনার চাঁদ রোজগারি ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলুম—

মাধুরী। বিয়ে দিয়েছিলে তো এক কেরাণীর সঙ্গে—দেড়শো টাকা যার মাইনে! আর মুখ নেড়ে কথা বলো না। তাছাড়া তোমার 'জামাই'-এর সংসারে আত্মীয় স্বজনও তো নেহাৎ কম ছিল না। রোজগারি লোক একটি, কিন্তু এবেলা ওবেলার পাত পড়্তো কুড়িখানি।

সৌদামিনী। দুখ্যু ক'রে আর কি হবে মা?

মাধুরি। আমাকে তো পাঠিয়েছিলে তোমরা দাসীবাঁদি করে। (ক্ষোভ) স্বামীর সেবা যত কর্তে পারি আর না পারি তা'র আত্মীয়-স্বজনের ফাই-ফরমাজ খাটতেই অস্থির। তিনটি দেওরের স্কুলের মাইনে, দুটি বোনের বিয়ে, বাড়ি-ভাড়া, বাজার খরচা, ধোপা-নাপিত খরচা সবই তো ঐ সামান্য একটা কেরাণীকেই চালাতে হয়েছে। আমার শ্বশুরের তো আর কিছু সম্পত্তি ছিল না!

সৌদামিনী। কি কর্ব বল্? আমরা তোর ভালর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলুম।

মাধুরী। ভালো যা করেছ, চিতেয় না-শোয়া পর্যন্ত আর ভুলছিনা;

শেষে কিনা ভূতের ব্যাগার খাটতে খাটতে অল্প বয়সেই তার 'থাইসিস্' হ'ল।

সৌদামিনী। আমি কি আর মনে করেছিলুম মাধু—যে সিঁথির সিঁদুর আর হাতের 'নোয়া' ঘুচিয়ে তুই শেষে আমারই এখানে এসে উঠ্‌বি! (ক্রন্দন)

মাধুরি। এখন আর কাঁদলে কি হ'বে? বিয়ে আমার দিয়েছিলে কেন? শাশুড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য কর্‌তে কর্‌তেই জীবনটা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল।

সৌদামিনী। কিন্তু—আমার বাবাজীবন তো আর তোর ওপর কোনো অত্যাচার করেনি।

মাধুরি। একটা মেয়েছেলের ওপর একজন পুরুষ এর চেয়ে বেশি আর কি অত্যাচার কর্‌তে পারে মা! জন্মের মত সে আমার শাঁথা সিঁদুরের সখ ঘুচিয়ে দিয়ে চলে গেল! [মাধুরি কান্না সাম্‌লাইয়া লইল।] আমার যা হ'য়েছে,—হয়েছে; কিন্তু, মিনু আর বুলুকে কোনও দিন কেরাণীর সঙ্গে বিয়ে দিও না মা।

সৌদামিনী। মাধু, তোর বাবাও তো কেরাণী।

মাধুরি। তুমি কি বলতে চাও বাবা তোমাকে খুব সুখে রেখেছেন? এক একটি ছেলে তোমার আবার এক একটি রত্ন। কথাটা মনে রেখো, জেনে শুনে তোমার আর দুটি মেয়ের জীবন যেন নষ্ট কোরোনা।

সৌদামিনী। দেখ মাধু, আমরা গরীব মানুষ; বড় ঘরে আমরা কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দিতে পারি বল্?

মাধুরি। মেয়েকে আইবুড়ো ক'রে ঘরে রেখে দাও; কি এমন মহাভারতটা অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে শুনি?"

২

সৌদামিনী। সমাজে বাস করতে গেলে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে তো!

মাধুরি। অন্যায় নিয়ম-কানুনকে মানতে গিয়ে নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্টকে আমরা বাড়িয়ে তুলব! সমাজটাই তোমাদের কাছে হবে বড়, মানুষ তোমাদের কাছে কিছুই নয়। দেখো মা, লেখাপড়া জানলে তুমি আজ একথা বলতে না।

সৌদামিনী। মুখ্যু হ'য়েই তো এতদিন সংসারটা চালিয়ে আসছি। মুখ্যু থেকেই যেন সংসারটাকে নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারি। কেন, তোকে তো লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, তুইতো ম্যাট্রিক পাশ করেছিস্—কি এমন তা'র সুফল তুই পাচ্ছিস্?

মাধুরি। শুধু লেখাপড়া শেখালেই হয় না মা। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষকে ঠিক মত চালানো চাই। তোমরা যদি আমাকে আরো পড়াতে, তা'হ'লে আজকে আমাকে আর বিয়ে করে একটি ছেলের মা হয়ে এই নিদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত না।

সৌদামিনী। কেন?

মাধুরি। আমার জীবনের ধারা পালটে যেত। আমি প্রফেসর হ'তে পারতাম, আইন-জীবি হতে পারতাম, ডাক্তার হ'তে পারতাম। আমার জীবনটাকে তোমরা একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে মা। যে কথা বলছিলুম, সমাজকে এত বড় করে দেখো না মা। সমাজের ভালোটাকে যেমন মেনে নোবো, খারাপটাকেও তেমনি অস্বীকার করবো।

সৌদামিনী। কিন্তু মেয়ে বড় হ'লে তা'র বিয়ে দিতে হবে তো?

মাধুরি। বিয়ে নাই বা দিলে, ক্ষতি কি! সংসারে নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্যে ছেলেমেয়েদের সেই রকম শিক্ষা দাও।

সৌদামিনী। তা'হলে তুই কি বলতে চাস্ কেরাণীদের মধ্যে কোনও সংসারই সুখি নয়!

মাধুরি। সুখি মনে করলেই সুখি! বিশ বছরে বিয়ে করে বত্রিশ বছরে দেখ্‌লাম এক পাল শূয়োর-ছানা আমার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সুখি আমাকে হতেই হবে! মানুষের বাচ্ছা বলতে আমার মুখে আটকে গেলো মা—তুমি যেন আবার রাগ কোরনা! তুমি তো আবার সেকেলে মানুষ!

[(নেপথ্যে) বিধুবাবু। কইগো শুনছো? গিন্নী—অ গিন্নী!]

সৌদামিনী। দেখ মাধু, কর্তা আবার চেঁচামেচি করে কেন?

মাধুরি। তুমি যাও না, আমি ততক্ষণ হলুদটা বেটে নি।

সৌদামিনী। ভাতটা যদি ফুটে যায় নামিয়ে নিস্। কর্তা আবার চান করেই খাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে!

মাধুরি। আমি সব ঠিক ক'রে নোবো এখন, তুমি যাও মা—

[সৌদামিনীর প্রস্থান।]

কইরে পড়্—(সত্যবানকে)

সত্যবান। (বইএর দিকে না চাইয়া দুলিতে দুলিতে)

"পাখি সব ক'রে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি—"

মাধুরি। আবার সেই ফাঁকির পড়া! এই খুন্তি দেখেছিস্—পিঠে ভাঙ্‌ব। যেটা পড়তে বললুম সেইটে পড়—

(সত্যবান পড়িতেছে। মাধু বাটনা বাটিতেছে)

সত্যবান। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হ'য়ে চলি।

কেরাণীর জীবন

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে

আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।

(মঞ্চ ঘূর্ণিত হইল।)

১।২

[বিধু মুখুজ্যের বাড়ী। একতলার বারান্দা। একটি "মোড়া"য় বসিয়া বিধুবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বিধু মুখুজ্যের একটি গলবন্ধ কোট কোলে রহিয়াছে।]

বিধু। গিন্নী—অ গিন্নী—কই গো শুনছ ?

সৌদা। এত চেঁচামেচির ঘটা কেন বলতে পার ? আটটা বাজলো তো আর রক্ষে নেই। কি বলছ ?

বিধু। গামছা তেল সব কোথায় ? বলি 'চান' করতে হবে তো ? সাড়ে আটটা বেজে গেল। দু'দিন অফিস যেতে দেরী হয়েছে বলে সাহেব বড় রাগারাগি করেছেন।

সৌদা। গামছা তেল জোগাড় করে দেবার জন্যে এত হাঁক্ ডাঁক ! তুমি এক আশ্চর্য মানুষ। এই নাও গামছা, ঐ বাটিতে তেল রয়েছে, —মাখো। (নীচে তেলের বাটি ছিল)।

[পটলা ও মিন্টু প্রবেশ করিল। বিধুবাবু মাটিতে ব'সিয়া তেল মাখিতে ব্যস্ত। কোটটি মোড়ায় রাখিলেন।] (পটলার চলা, বলা এবং ভাব ভঙ্গি একেবারে নাটকীয়)

পটলা। আয় আয় মিন্টু, তাড়াতাড়ি আয়। বাবার আবার অফিস্ যেতে দেরী হ'য়ে যাবে।

সৌদামিনী। সেই কখন বাজারে গেছিস্ বল দিকিনি।

পটলা। দরদোস্তর করে আনতে হবে তো। ওখানে যা সব গলা-কাটা দর—

মিন্টু। মা—মা—

সৌদামিনী। কিরে মিণ্টু—

মিণ্টু। এই দাদা না—

পটলা। কথা পরে শুনবে আগে বাজারটা দেখ।

বিধু। কি হ'য়েছে রে (মিণ্টুকে)

পটলা। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। নাও মা নাও, হিসেবটা নাও—

মিণ্টু। দাদা বাজারের পয়সা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছে—

পটলা। বাজে কথা বলবি তো এখুনি চড়িয়ে ঠিক করে দেবো। কই মা নাও, হিসেবটা নাও তাড়াতাড়ি—

বিধু। অল্প বয়সেই নেশাভাঙ করতে সুরু ক'রেছো—বেশ বেশ—

পটলা। দেখেছো মা দেখেছো, মিণ্টুর কথা শুনে বাবা আমাকে—

সৌদামিনী। সত্যিই তো! একটা ছোটছেলের কথা শুনে তুমি ওকে বক্‌ছ! ওর আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ও গেছে তোমার বাজার খরচা থেকে পয়সা চুরি করতে!

পটলা। বেশতো, কাল থেকে আর বাজারে যাব না, একটা চাকর রেখে দিলেই পারো।

বিধু! দেখেছো, দেখেছো, তোমার ছেলের আক্কেলটা দেখেছো, কি রকম মুখের ওপর চোটপাট জবাব দিচ্ছে।

সৌদামিনী। অন্যায়টা কি বলেছে—শুনি?

বিধু। ভালো— [তেল মাখিতেছেন]

সৌদামিনী। কি কি বাজার এনেছিস পটলা—

পট্‌লা। তোমাকে আমি হাজার দিন হাজার বার বলেছি না যে পট্‌লা বলে আমাকে ডাক্‌বে না! পট্‌লা মট্‌লা বুঝি আবার ভদ্রলোকের নাম হয়!

সৌদামিনী। কি কি জিনিষ আন্‌লি বল্‌?

পট্‌লা। সব বলছি দাঁড়াও। দু'টাকা দিয়েছো তো? দাঁড়াও হিসেব দিচ্ছি, হিসেবের কাগজটা আগে বের করি।

[পট্‌লা পকেট হাতড়াইতেছে]

বিধু। দু'টাকার বাজার! বলো কি গিন্নী!—দিন দু'টাকার বাজার!

সৌদামিনী। তাতেও থৈ পায় না।

বিধু। কিরে এত ক'রে পকেট হাতড়াচ্ছিস্‌ কেন? দু'টাকার হিসেব মুখে মুখে থাকে না বুঝি!

পট্‌লা। To the last pie account মিলিয়ে দিতে হবে তো! আমার কাছে সব পাবে, কিন্তু ঐ হিসেবের গণ্ডগোল পাবে না! এই যে—এই—এই পেয়েছি—

[পকেট হইতে বাহির করিল]

(অভিনয়ের কায়দায় পড়িতে লাগিল) চার পয়সা কলমি শাক, বেগুন এক পো তিন আনা, আলু আধ সের ছ'আনা, Lady's finger এক আনা, অ—Lady's finger তুমি তো আবার বুঝবে না—ঢ্যাঁড়শ, ঢাঁড়শ এক আনা—

বিধু। এঃ, ব্যাটা আমার বিদ্যে দিগ্‌গজ! আবার Lady's finger—

পট্‌লা। দাঁড়াও, হিসেবটা জুড়্‌তে দাও—একটা ফুলকপি পাঁচ আনা—। এই হ'ল তোমার গিয়ে মোট এক টাকা—

বিধু। পাঁচ আনার একটা ফুলকপি! বলিস্ কিরে!

পট্লা। তবে কত?

বিধু। দেখি তোর কপিটা।

পট্লা। মিণ্টু, কপিটা বের ক'রে বাবাকে দেখা তো।

[আর্টের মাথায়, মিণ্টু একটি ছোট শুকনা ফোটা ফুলকপি দেখাইল।]

বিধু। (কপাট ধরিয়া) আরে সর্বনাশ! এই কপিটা পাঁচ আনা!

পট্লা। দেখ্ মিণ্টু, কাল থেকে খবরদার তুই আমার সঙ্গে বাজারে যাবিনি। এবার থেকে আমি মুটের মাথায় করে বাজার আনব।

সৌদামিনী। মিণ্টু—তুই যা এখান থেকে।

[থলে রাখিয়া মিণ্টুর প্রস্থান]

বিধু। তোরাই আমাকে মার্বি রে পট্লা তোরাই আমাকে মার্বি। তোদের জন্যে আমি একবারে দেউলে হ'য়ে যাব দেখ্ছি।

সৌদামিনী। তুমি থামো। আজকাল নতুন কপি উঠেছে, দাম তো চড়া হবেই।

পট্লা। তুমিই বল না মা!

সৌদামিনী। পাশের বাড়ীর মিত্তির গিন্নি কাল এই এতটুকু বড়ির মত একটা ছোট্ট ফুলকপি দেখালো, ওর কত্তা কিনে এনেছেন আট আনা দিয়ে—

পট্লা। ঠিক কথা—

সৌদামিনী। পট্লা তো বরং সস্তায় এনেছে।

পট্লা। একশোবার। সস্তা মানে! দারুণ সস্তা। এর চেয়ে

সস্তা খেতে গেলে ফুলকপিতে হাত দেওয়া যাবে না, খেতে হবে ওলকপি।

বিধু। কি আশ্চর্য 'ক্লাইভ-ষ্ট্রীট'-এ—

পটলা। নেতাজী সুভাষ রোড বল বাবা, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, চালাকি নয়।

বিধু। জানো গিন্নী, Office quarter-এ হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষরা এই রকম কপির দাম নেয় দু-আনা মেরে-কেটে দশ পয়সা—

সৌদামিনী। তা'হলে ফেরবার পথে দুটো-একটা কপি তুমিও তো হাতে ক'রে আন্‌তে পারো! [পটলা গমনোদ্যত]

বিধু। এই দাঁড়া, পালাচ্ছিস্ যে! আর এক টাকার হিসেব কোথায় গেল?

পটলা। পাকা পোনা এনেছি, জ্যান্ত, ধড়ফড় করছিল,—চোখের সাম্‌নে কেটে দিয়েছে—

বিধু। ভনিতা রেখে বল, তোর কাছ থেকে দাম কত নিয়েছে—

পটলা। সামান্যই। এক টাকা—

বিধু। বলিস্ কিরে। এক টাকার মাছ!

[বিধু বাবু লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন]

পটলা। বাজার আগুন! দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। কার সাধ্যি হাত দেয়! তবু আমি আন্‌লুম স্রেফ তোমার জন্যে।

বিধু। আমার জন্যে!

পটলা। চার টাকা সেরের জ্যান্ত পোনা এক টাকায় নিলুম এক পো—Simply তোমার জন্যে বাবা—

বিধু। তোরাই আমাকে মারবি রে পটলা, তোরাই আমাকে

পাঁচ জ

পটলা। তা আমাকে বক্‌ছ কেন, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া কর না।

সৌদামিনী। তোমার যে আবার এদিকে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে!

বিধু। তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল কর্‌লি লজ্জা করে না তোর। মিনু তোর চেয়ে বয়সে ছোট হ'য়ে আই-এ পাশ করে গেল। বুলুও এইবার ম্যাট্রিক দেবে, হ্যাঁরে, ঘেন্না-পিত্তি একটু কি তোর শরীরে নেই।

পটলা। আমি তো আর ওদের মত 'টুক্‌লি-ফাই' করে পাশ করতে চাই না, আমি রেগুলার পড়ে পাশ কর্‌তে চাই। [প্রস্থান]

বিধু। দেখলে, দেখলে ব্যাটার Exit নেবার কায়দাটা দেখলে!

সৌদামিনী। তোমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে কিন্তু।

বিধু। সত্যিই তো, এরই মধ্যে আমার পোনেরো মিনিট বেরিয়ে গেল! নাও—নাও, তাড়াতাড়ি কর গিন্নী, তাড়াতাড়ি কর—আমি হুস্‌হুস্ করে হু'ঘটি জল ঢালব আর আস্‌ব। দৌড়ে যাও গিন্নী—মাধুকে ভাতটা বাড়তে বল।

সৌদামিনী। এইবার আরম্ভ হ'ল তাড়ার ওপর তাড়া! কি আশ্চর্য লোক তুমি গা!

বিধু। কেরাণী জীবনটাই বড় আশ্চর্যের গিন্নী—কেরাণী জীবনটাই বড় আশ্চর্যের। শিবশম্ভু-শিবশম্ভু -

[মাথায় তেল মাখিতে মাখিতে বিধুবাবুর প্রস্থান। সৌদামিনীরও প্রস্থান।]

[মুখে জ্বলন্ত সিগারেট লইয়া পটলা নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বিধুবাবুর পকেট হইতে পয়সা চুরি করিতে উদ্যত। মিণ্টুর প্রবেশ।]

মিণ্টু। বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করা হচ্ছে! দাঁড়াও না—আমি মাকে ব'লে দিচ্ছি।

পট্‌লা। পা দু'টো ধরে দেবো এখুনি ঘুরিয়ে এক আছাড়। বেরো, বেরো এখান থেকে—

মিণ্টু। মা—মা— [মিণ্টুর প্রস্থান]

[পট্‌লা বিধু বাবুর পকেট হইতে পয়সা চুরি করিয়া নিজের পকেটে রাখিতেই ব্যস্ত, সৌদামিনীর প্রবেশ]

সৌদামিনী। কিরে পট্‌লা এ ঘরে তুই কি কর্‌ছিস। ওরে হতভাগা! তুই এখানে সিগারেট খাচ্ছিস্, কত্তা এখুনি এসে পড়্‌বেন যে! [পট্‌লা অম্লানবদনে সিগারেট টানিতেছে]

বলি কথাটা কানে ঢুকছে না বুঝি? দাঁড়া কত্তাকে বলে 'ক্লাব'-এ যাওয়া আমি তোর বন্ধ করে দিচ্ছি। দিনরাত ক্লাব আর ক্লাব থিয়েটার আর থিয়েটার।

পট্‌লা। জননী গো,

গঞ্জনা দিও না মোরে আর

ব্যথা আর দিও নাকো প্রাণে।

[সিগারেট টানিতেছে]

সৌদামিনী। আ মরণ! আবার পে-এ-লে করা হচ্ছে!

পট্‌লা। সিগারেট উত্তম জিনিষ,

একটানে এক ঘণ্টা বাড়ে পরমায়ু। [টানিয়া]

তুমি নাহি জান মাতা

রোম, স্পেন, তাতার, মিশরে,

ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্সে,

আমেরিকা, কামস্কাট্‌কা দেশে

ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু

স্তন্যপান করিবার আগে,

ধূম্রপান লাগি ক'রে
ধরা বক্ষে প্রথম ক্রন্দন !
জীবনে পড়নি কভু
History, Geography,
কেমনে বুঝিবে মাগো
কি কহিতে চাই ?

সৌদামিনী। কথাটা শুনবি তো আমার, কর্তা যে এখুনি এসে পড়্‌বে !

পটলা। আর থিয়েটার ?
তুমি নাহি বুঝিবে গো মাতা
অভিনয় কত বড় Art।

সৌদামিনী। ওরে, কর্তার চান করা হ'য়ে গেছে। তোর জন্যেই কর্তার কাছ থেকে কথা শুনতে শুনতে আমার প্রাণটা গেল। তুই আমার হাড়মাস একেবারে জ্বালিয়ে খেলিরে পটলা, জ্বালিয়ে খেলি।

পটলা। ব্যস্ত কেন হ'তেছ জননী,
আছে মোর timing জ্ঞান,
যথাকালে লইব exit।

সৌদামিনী। এখান থেকে চলে যা না বাবা।

পটলা। মাতৃ-আজ্ঞা পালিব এখনি।

[Art-এর মাথায় পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল। Pose-টা নাটকীয়]

১।৩

দ্বিতলের বারান্দা

[এক কোণে একটি চেয়ার ও টেবিল পাতা আছে। মিনু বসিয়া বই পড়িতেছে। ছুটিয়া বুলুর প্রবেশ।]

বুলু। মেজদি, মেজদি—(মিনু বই পড়িতেছে)

বুলু। ও মেজদি—(কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল)। বাবারে বাবা, দিনরাত শুধু পড়া আর পড়া—

মিনু। কি বলছিস্ ?

বুলু। একটা খুব মজার খবর আছে। কি দেবে বল ?

মিনু। তোর খবরটাই আগে শুনি।

বুলু। উঁহু, তাহ'লে আমার বলা হ'ল না। চল্লুম।

[বুলু গমনোদ্যত]

মিনু। বুলু শোন্—

বুলু। বলো—

মিনু। কি খবর রে ?

বুলু। বলতে পারি, যদি আগে একটা গান শোনাও। খবরটা শুনে তোমারই সবচেয়ে বেশি আনন্দ হ'বে—

মিনু। বলবি না তো ? বল্ ভাই—লক্ষ্মীটী—

বুলু। উঁহু, তুমি আগে সেই গানটা শোনাও—

মিনু। কোন্‌টা বলতো ?

বুলু। সেই যে গো "বাঁশি যদি হতাম আমি।"

মিনু। বাবার এখন অফিস যাবার সময়—না ?

বুলু। তা হ'ক ঠাকুর-দেব্‌তার গান শুনলে বাবা খুসিই হবেন। গাও না—

মিনু। গাইছি।

বাঁশি যদি হতাম আমি
কৃষ্ণ তোমার হাতে
আমার কথা মিশিয়ে দিতাম
তোমার সুরের সাথে।
হতাম যদি নূপুর পায়ে
প্রণাম দিতাম মন লুটায়ে
কাজল হ'লে পেতাম শোভা
তোমার আঁখি পাতে।
কৃষ্ণ আমি হতাম যদি
চন্দন-টিপ-রাশি,
অনুরাগে রাঙিয়ে দিতাম
তোমার মুখের হাসি।
হতাম যদি বন-ভ্রমরা
হাতে হাতে পড়তে ধরা
কখন থাকো কার সাথে কোন্
গোপীর আঙিনাতে।

[রবিনের প্রবেশ]

রবিন। বেশ গেয়েছো, বাঃ চমৎকার !

মিনু। তুমি !

রবিন। আশ্চর্য হ'য়ে গেলে যে !

মিনু। মেজদি, তোমাকে আমি এই খবরটাই দিতে এসেছিলুম। রবিন দা' ক'লকাতায় এলেন দু'বছর পরে, খুব মজার খবর—না মেজদি ?

মিনু। (গম্ভীর) জানিনা।

বুলু। তোমরা দু'জনে কথা বলো. আমি এখুনি আসছি।

[চটুল ভাবে বুলুর প্রস্থান]

মিনু। বোসো। [রবিন মিনুর চেয়ারে ব'সল]

মিনু। এলাহাবাদ থেকে ফিরলে কবে?

রবিন। কাল ফিরেছি। আচ্ছা, তুমি এত গম্ভীর কেন বলতো?

মিনু। যাও, যাও, দু'বছরে যে লোক একখানাও চিঠির উত্তর দেয় না, তার সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়। মাসিমা কেমন আছেন?

রবিন। ভালো। তুমি?

মিনু। দেখতেই পাচ্ছ।

রবিন। বড়্দি?

মিনু। জামাইবাবু মারা গেছেন।

রবিন। বলো কি? কতদিন!

মিনু। একবছর।

রবিন। এত অল্প বয়সে!

মিনু। তোমাদের বাড়ির আর সব খবর?

রবিন। বাবা মারা গেছেন।

মিনু। সেকি! গীতা?

রবিন। আমাদের মায়া কাটিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছে।

মিনু। এ্যাঃ! এ সব তুমি কি শোনাচ্ছ। আহা-গা—বরাবর কলেজে সে হ'ত first আর আমি হ'তাম second। আচ্ছা গীতার ওপর তোমার যে আর একটি বোন ছিল—

রবিন। তা'র বিয়ে হয়ে গেছে। নানা ঝঞ্ঝাটে [illegible] আমাদের

ভাঙন ধরেছে। বড়দা, বউদি আর ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে আলাদা হ'য়ে গেছেন।

মিনু। আমি এসব বিষয় জান্‌তাম না র'বনদা। না জেনে আমি তোমাকে দোষ দিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

[বিধুবাবুর প্রবেশ]

বিধু। এই যে রবিন—বাবা, কেমন আছো? শুন্‌লুম, তুমি এসেছো।

[র'বন প্রণাম করিতেই বিধুবাবু বলিলেন]

বিধু। আহা, থাক্, থাক্-থাক্— [রবিনকে তুলিয়া]
তারপর? [মিনুর প্রস্থান]

রবিন। আপনার কাছেই এসেছি কাকাবাবু।

বিধু। আস্‌বে বৈ কি বাবা, একশো বার আস্‌বে। এতো তোমার নিজের বাড়ী। তোমার বাবা ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু বুঝলে রবিন। আঠারোটা বছর পাশাপাশি বাস করেছি। আজই না হয় তোমরা এলাহাবাদে গেছ। যখন খুসি তুমি আস্‌বে এখানে।

রবিন। আজ কিন্তু আমি আপনার কাছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

বিধু। বলো, বাবা বলো—

রবিন। আমাকে একটা চাকরি করে দিতে হবে।

বিধু। চাক্‌রি! তা' কতদূর পড়েছো?

রবিন। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে এম-এস-সি পাশ করেছি।

বিধু। এম-এস-সি পাশ করেছো,—বা-বা-বা বেশ বেশ। তা

চাকৃরি না হয় একটা বড় সায়েবকে ধ'রে ব্যবস্থা করে ফেলবো, সেজন্যে তুমি এত ভেবো না। তুমি এখন আছ কোথায় বাবা ?

রবিন। এক বন্ধুর বাড়িতে।

বিধু। কি আশ্চর্য, তুমি তো আমাদের এখানে এসে থাকতে পারো। দেখো দিকিনি, বলা নেই, কওয়া নেই, কোথায় গিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছো। ওগো শুনছো— [সৌদামিনীর প্রবেশ] এই দেখ রবিন কোথায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

সৌদামিনী। তাইতো শুনলাম ওর মুখে।

রবিন। মাসিমার সঙ্গে আমি এসেই দেখা করেছি—

বিধু। তা বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছো। হাঁ ভালো কথা, তুমি আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া ক'রে যাবে বুঝলে ? ওহো দেখছো, কথাটা জিজ্ঞেস করতে একবারে ভুলেই গেছি। তোমার বাবা কেমন আছেন ?

রবিন। বাবা, মারা গেছেন।

বিধু। এঁ্যাঃ বলো কি! তোমার বাবা মারা গেছেন ? ইস্ নটা বেজে গেল, সুখ দুঃখের কথাগুলো যে ভালো ক'রে শুনবো তা'রও কোনও উপায় নেই। যাক রবিন—বাবা আমি অফিস থেকে ফিরে এসে তোমার সব কথাই শুনবো। চলো গিন্নী চলো, বলি ভাতটা বাড়া হয়েছে তো ?

সৌদামিনী। হাঁ গো হাঁ, চলো না। মাধু ভাত নিয়ে বসে আছে। [সৌদামিনীর প্রস্থান]

বিধু। ওরে মিনু কোথায় গেলি,—মিনু ?

[বুলুর প্রবেশ]

বুলু। বাবা, মেজদিকে ডাকছো ?

বিধু। হাঁ মা, দেখিস, রবিনের যেন খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট না হয়। (প্রস্থান)

বুলু। লোকজন বাড়ীতে এলে বাবার মনে ভারি আনন্দ!

[মিনুর প্রবেশ]

মিনু। এম্-এস্-সি পাশ ক'রে চাকরি কর্‌বে!

রবিন। উপায় নেই মিনু। স্কুল-মাষ্টারের মাইনে খুব কম। আর আমার অভিজ্ঞতা নেই বলে অধ্যাপনার পথটাও আমার কাছে বন্ধ। নিজের খরচাটাও তো নিজেকে চালাতে হবে। আরে এটা যে আমার ছবি! (বই হইতে বাহির করিল)

বুলু। মেজদি খুব যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছে।

রবিন। পেলে কোথায় মিনু?

মিনু। গীতা দিয়েছিল।

রবিন। তোমাদের অনুমতি না নিয়েই আমি এটাকে ছিঁড়ে ফেল্‌তে চাই।

মিনু। না, আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দাও।

[মিনু রবিনের হাত ধরিল]

বুলু। ~~পটলা~~ Didir আস্‌ছে— [রবিনের হাত হইতে ছবিটি কাড়িয়া লইল মিনু]

[পটলচন্দ্রের প্রবেশ]

পট্‌লা। কি ব্যাপার—রবিনদা?

রবিন। পরেশ বাবু যে, কেমন আছো?

পট্‌লা। ভালোই। আপনি?

রবিন। মন্দ না। তারপর, কি রকম পড়াশুনো করছো—

মিনু। পড়াশুনোর পাট অনেক দিন আগেই ও তুলে দিয়েছে।

রবিন। কেন?

বুলু। পড়াশুনো করলে থিয়েটার করবে কে ?

পটলা। জানিস, একজন অভিনেতার সম্মান কত ? আরে আই-এ, বি-এ তো পথে ঘাটে ফ্যা ফ্যা করছে, তাদের মধ্যে দানি বাবু ক'জন হ'তে পেরেছে দেখাতে পারিস্।

বুলু। জানো রবিনদা, বাবা মাষ্টার মশাই রেখেছিলেন। তিন দিনের মধ্যেই মাষ্টার পালিয়ে গেলেন।

রবিন। কেন ?

বুলু। মাষ্টারকেই এখন ওর কাছে শিখ্‌তে হবে।

রবিন। লেখাপড়া তোমার ভালো লাগে না ?

পটলা। Very very difficult English Grammar
সংস্কৃত ব্যাকরণ আরো সুকঠিন,
শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, সমাস,
আঁখির সম্মুখে নাচে রহস্যের মায়াজাল সম।

রবিন। চমৎকার। পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, আলাদা আলাদা তোমার কেমন লাগে ?

পটলা। অঙ্ক দেখে কম্প দিয়ে জ্বর আসে দেহে
Simple নহে তো মোটে Simplification
পাটিগণিতের পাট করেছি লোপাট
বীজগণিতের বীজ দিয়াছি ফেলিয়া,
জ্যামিতিরে স্মৃতিপথে জ্যামুক্ত করিয়া
নির্লিপ্ত হ'য়েছি আমি অঙ্কশাস্ত্র হ'তে !

রবিন। ইতিহাস ? [বিস্মিত হইয়া]

পট্‌লা। ইতিহাস তারিখে বোঝা
কিছু অসত্য, কিছু মিথ্যা fact নিয়ে সেথা
আধিপত্য করেছি figure!

রবিন। (হাসিয়া) আর ভূগোল?

পট্‌লা। পৃথিবীতে শান্তি পুনঃ হ'ক্ সংস্থাপিত,
তারপর পড়িব ভূগোল।
আজিকে রয়েছে যাহা ভারত-সীমানা
কাল তাহা না রহিতে পারে!
কেবা জানে কার অঙ্গ করিবে বর্ধন,
আজিকার ক্লিষ্ট পিষ্ট
কাশ্মীর কোরিয়া?

রবিন। চমৎকার! মুখে মুখে তুমি গৈরিশ ছন্দ রচনা করে চলেছো—অথচ প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধে কি অপূর্ব অনুভূতি!

পট্‌লা। জিহ্বাগ্রে বসিয়া আছে দেবী সরস্বতী
আমি কি করিতে পারি?
কর প্রশ্ন, মিলিবে উত্তর।

[হাসিতে হাসিতে পট্‌লার প্রস্থান]

রবিন। অদ্ভুত প্রতিভা!

মিনু। তোমার ঐ প্রতিভা তিন-তিনবার ম্যাট্রিক 'ফেল' করেছে।

রবিন। দেখো মিনু, পরীক্ষা এদের পরীক্ষা করতে পারে না, এরাই পরীক্ষাকে পরীক্ষা করে।

বুলু। এখন এসব কথা ছাড়ুন তো। চলুন, হাত মুখ ধুয়ে একটু মিষ্টি মুখ করবেন। আসুন না— (হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল)

[মঞ্চ ঘূর্ণায়মান]

১।৪

বিধু বাবুর বাড়ীর বহির্ভাগ

[সদর দরজা বন্ধ। ন্যাপ্‌লা, পট্‌লার বন্ধু আসিয়া শিষ্‌ দিল। ভিতর হইতে পট্‌লা শিষ দিয়া উত্তর দিল। পট্‌লা দরজা খুলিয়া বাহির হইল।]

পট্‌লা। কি রে ন্যাপ্‌লা ?

ন্যাপ্‌লা। শ্রীচরণ কমলের একটু ধূলো দাও ওস্তাদ।

[পদধূলি লইল]

পট্‌লা। কি ব্যাপার বল্‌ দিকিনি ?

ন্যাপ্‌লা। 'ক্লাব-এ' যাওনা কেন ওস্তাদ ? দ্রৌপদীর পার্টটা আমাকে শেখাবে না ?

পট্‌লা। দ্রৌপদীর পার্ট তোর দ্বারা হ'বে না।

ন্যাপ্‌লা। কেন মনে দুখ্যু দিচ্ছ ওস্তাদ। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের Sceneটা একেবারে গুলে খেয়েছি ওস্তাদ !

পট্‌লা। তুই দ্রৌপদী করলে Publicই তোকে বস্ত্র হরণ দেখিয়ে দেবে।

ন্যাপ্‌লা। ওস্তাদ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, পার্টটা আমাকে শিখিয়ে দাও ওস্তাদ। আমি তোমাকে চপ্‌-কাটলেট খাওয়াবো, সিনেমায় নিয়ে যাব—

পট্‌লা। ঠিক—

ন্যাপ্‌লা। সত্যি বল্‌ছি ওস্তাদ। আজ তা'হলে 'ক্লাবে' এ যাচ্ছ তো ?

পট্‌লা। তুই যখন এত করে বলছিস্, তখন আমাকে যেতেই হবে। এখন কিছু গুরু-দক্ষিণে ছাড় দিকিনি। কত আছে তোর কাছে ?

হ্যাপ্‌লা। আট আনা—

পটলা। আট আনাই দে—

হ্যাপ্‌লা। এই নাও। (হ্যাপ্‌লা পট্‌লাকে আট আনা দিল)

[একটি ভিখারিণী ছোট একটি ছেলেকে কোলে করিয়া প্রবেশ করিল]

ভিখারিণী। বাবু, আজ দুদিন কিছু খেতে পাইনি বাবু। কিছু ভিক্ষে দিন বাবু।

হ্যাপ্‌লা। দেখেছো ওস্তাদ, দেখেছো,—এদের জ্বালায় কিছুতেই পথ চলা যাবে না—বেরো, বেরো এখান থেকে—

পট্‌লা। (ভিখারিণীকে) এই নাও— (আট আনা দান করিল)

(ভিখারিণী চলিয়া গেল)

হ্যাপ্‌লা। সে কি ওস্তাদ, আট-আনাই দিয়ে দিলে!—কেন ওস্তাদ!

পট্‌লা। এ' তুই বুঝবিনিরে হ্যাপ্‌লা।

হ্যাপ্‌লা। তাহ'লে ওস্তাদ পার্টটা আমায় শিখিয়ে দেবে তো ?

পট্‌লা। হ্যাখ্ হ্যাপ্‌লা, দ্রৌপদীর পার্ট তুই ছেড়ে দে—

হ্যাপ্‌লা। কেন ওস্তাদ ?

পট্‌লা। আমি বাইরের একটা call পেয়েছি, সাজাহান play করতে যাব,—টাকা পাওয়া যাবে বুঝলি। তুই করবি মোহাম্মদের পার্ট। আমি সাজাহান, তুই মোহাম্মদ—

হ্যাপ্‌লা। তাহ'লে দ্রৌপদীর পার্টটা—

পটলা। ওরে বোকা Public-boardএ মেয়েছেলের পার্ট করবার জন্যে তোকে তো আর কেউ ডাক্‌বে না—

ন্যাপ্‌লা। ঠিক বলছো ওস্তাদ!—

(চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল)

পটলা। তোর এই গুরুভক্তির জন্যে আমি খুব সন্তুষ্ট। তোকে আমি একেবারে পুরোদোস্তুর actor তৈরী করে বাজারে ছেড়ে দেবো। মোহাম্মদের পার্ট যদি তুই ভাল করিস তোকে promotion দেবো ঔরংজীবের ভূমিকায়। ঔরংজীব যদি ভাল করতে পারিস, class promotion পেয়ে তুই উঠবি সাজাহানের সিংহাসনে। তুই তখন চুটিয়ে প্লে করে যাবি, আর আমি auditoriumএ বসে তোর অভিনয় দেখবো!

ন্যাপ্‌লা। তুমি আমার মনের কথা বলেছো ওস্তাদ। আর একবার পায়ের ধূলো দাও। [পদধূলি লইয়া]

ওস্তাদ, তুমি হবে বাগান, আমি হ'ব ফুল, দর্শকবৃন্দ হবে এক ঝাঁক পাখী, তোমাতে আমাতে মিলে যখন climaxএ sceneটাকে ওঠাবো, তখন দর্শকদের হাত-তালির কলগুঞ্জন আর থাম্‌বে না ওস্তাদ—থাম্‌বে না!

পটলা। ওরে ন্যাপ্‌লা, তুই যে উপমায় কালিদাসকেও হার মানালি দেখছি। (হাসি)

ন্যাপ্‌লা। (হাসিয়া বলিল) সবই তোমার আশীর্বাদ ওস্তাদ—

(গোপেশ্বর প্রবেশ করিল, হাতে লাঠি)

গোপেশ্বর। হ্যাঁ হে, বিধু বাবু বাড়ী আছেন—

পটলা। জানি না।

গোপে। তুমি না বিধু বাবুর বড় ছেলে? (পটলাকে)

ন্যাপ্‌লা। আজ্ঞে হাঁ।

গোপে। বড় ডেঁপো ছোক্‌রা তো! অকালেই পাক ধরেছে সোনার চাঁদ। আমি কি তোমাকে জিজ্ঞেস্ করছি? (ন্যাপ্‌লাকে)

পটলা। আজ্ঞে না।

গোপে। [পটলার প্রতি] আমি কি তোমার সঙ্গে কথা বলছি?

পটলা। এখন?

গোপে। হাঁ। এখন নয়তো আবার কখন?

পটলা। এখন তো আপনি আমার সঙ্গেই কথা বলছেন—

ন্যাপ্‌লা। নিশ্চয়ই।

গোপে। রতনে রতন চেনে।

পটলা। তা যা বলেছেন মাইরি।

গোপে। মাইরি! পাকামি করতে খুব ওস্তাদ দেখ্‌ছি। সকাল বেলায় পড়াশুনো নেই বুঝি! শুধু আড্ডা আর আড্ডা! আজকালকার ছেলেরা সব অকাল কুষ্মাণ্ড!

ন্যাপ্‌লা। যথার্থ বলেছেন।

পটলা। আপনার কথা শুনে আমরা ধন্য! দাদু আমাদের দয়া করে একটু পড়াবেন?

গোপে। কি!—আমি তোমাদের ইয়ারকির যুগ্যি। লজ্জা করে না তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দার বয়সী লোকের সঙ্গে ইয়ারকি আড্ডা মারতে! যাই, এখন দেখি বিধু বাবু কি করছেন। [বাড়ীতে গমনোদ্যত]

পটলা। কোথায় যাচ্ছেন? —অ দাদু—

গোপে। কি যাদু! দেখ্‌তে পাচ্ছ না বুঝি?

পটলা। পাচ্ছি বোলেই তো বলছি। বিধু বাবু এখন কাজে ব্যস্ত—এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'বে না—

গোপে। বটে! দেখা হয় কি না হয় সেটা আমি বুঝবো।

(গমনোদ্যত)

পটলা। দাঁড়ান না—অ মশাই—আমার কথাটাই একবার শুনুন—

গোপে। কি কথা তোমার শুনব যাদু। আমি বাড়ীওয়ালা, আমার বাড়ীতে আমি ঢুকতে পাবো না!

পটলা। বিধু বাবুর কাছে মহাশয়ের প্রয়োজন?

গোপে। তা জেনে তোমার কি লাভ হে ছোক্‌রা। তুমি ছেলে মানুষ ছেলে মানুষের মত থাক্‌বে। বিধু বাবুর কাছে আমি কেন এসেছি, কি প্রয়োজন, সে কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হ'বে? ফের্ যদি ইয়ারকি দাও, ত'হলে এই লাঠি দিয়ে মাথা ভেংগে দেবো। যতো সব—

(ভিতরে প্রস্থান)

পটলা। ওঃ, বুড়ো তো খুব এক চোট্ বাঘের খেলা দেখিয়ে গেল। আরি ব্বাপ সোঁ করে ঘুরে বোঁ করে বাড়ীতে ঢুকল। আচ্ছা—ধোঁৎ খাওয়া লোক মাইরি! (অদূরে দেখিয়া) এই ন্যাপ্‌লা তুই এখন কেটে পড়্। কেষ্ট মুদি আস্‌ছে টাকার তাগাদায়। এবার একেবারে ঘাঁটি আগ্‌লে বসে থাকৃতে হ'বে,—সদর দরজা আমি আর ছাড়ছি না বাবা। বুড়ো লোকটা আমায় খুব আক্কেল দিয়ে গেল।

ন্যাপ্‌লা। তাহ'লে আমার পার্টটা?

পটলা। কি আশ্চর্য, বল্‌লুম তো যে তোকে আমি শিখিয়ে দেবো। নে নে এখন তাড়াতাড়ি কেটে পড়—

[ন্যাপ্‌লার প্রস্থান: পটলা ভিতরে গমনোদ্যত: কেষ্ট মুদির প্রবেশ: কেষ্ট মুদি ডাকিতে পটলা দাড়াইল]

কেষ্ট। বিধুবাবু আছেন, বিধুবাবু—অ মশাই বিধুবাবু বাড়ি আছেন ? শুনছেন অ মশাই—

পট্‌লা। আমাকে—?

কেষ্ট। আজ্ঞে - হ্যাঁ, বিধুবাবু আছেন ?

পট্‌লা। কোন্ বিধুবাবু ?

কেষ্ট। বিধুবাবুকে আপনি জানেন না ? বিধু বাবু-বিধু বাবু আপনার বাবা।

পট্‌লা। বাবা বাড়ীতে আছেন কি না আছেন আমি তা কি করে জান্‌ব মশাই ?

কেষ্ট। বলেন কি ?

পট্‌লা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঐ রকমই বলি।

কেষ্ট। কেন ?

পট্‌লা। প্রশ্নবান নাহি হান মোরে
যাও দরজা রয়েছে মুক্ত,
তারস্বরে করহ চিৎকার।

কেষ্ট। সে কি মশাই, আপনার বাবা বাড়ীতে আছেন কি না আছেন আপনি জানেন না !

পট্‌লা। রাত্তিরে আপনি যখন ঘুমোন্, আপনি জানতে পারেন ঘুমটা কখন নাম্‌লো আপনার চোখে ? কি ব্রাদার, চুপ করে কেন ?

কেন নিরুত্তর ?
নাও, এস, কর তর্ক
রয়েছি প্রস্তুত।

লোক তো আপনি একটাই, আপনার হ'য়ে তো আর আর অন্য কেউ

ঘুমোচ্ছে না, তবে আপনি কেন জানতে পারেন না, ক'টা বেজে ক' মিনিটে কি পরিমাণ ঘুম নাম্‌ল আপনার চোখে ?

কেষ্ট। কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না !

পট্‌লা। কিছু ভাবতে হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝ্‌তে পারবেন আমাকে simply একবার বল্‌বেন, আমি একেবারে "Explain with reference to-the context"-এর সব কিছু বুঝিয়ে দেবো। এই দেখুন, প্রাণের সঙ্গে দেহটা রয়েছে, তবু দেহটা প্রাণকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না। এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে একই বাড়ীতে থেকে বাবা বাড়ী আছেন কি না, সময় বিশেষে ছেলের পক্ষে কি করে তা জানা সম্ভব ? আমি হচ্ছি দেহ, বুঝলেন মশাই, আমার বাবা হচ্ছেন আমার প্রাণ।

কেষ্ট। সাবাস্‌ ভাই—বেঁচে থাকুন্‌। আমি ব্যবসাদার—আপনি আমাকেও হার মানালেন।

পট্‌লা। দেখুন মশাই, বাবা রোজগার ক'রে পয়সা আনেন, আর আমি তাই খেয়ে, ফেলে, ছড়িয়ে লড়াই এ কার্তিকটি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেখুন সময় বিশেষে সমস্ত ছেলেরই জানা উচিত, বাবা কখন বাড়ী থাকেন আর কখন বাড়ী থাকেন না, (হাসিয়া) বুঝ্‌তে পারছেন ?

কেষ্ট। খুব বুঝেছি। কিন্তু, আমার একটা উপকার করুন মশাই। বিধু বাবুকে একবার খবরটা দিন না।

পট্‌লা। নিন, একটা সিগারেট ধরান।

[দুইজনে সিগারেট ধরাইল]

পট্‌লা। আপনি তো কেষ্টবাবু। নিশ্চয়ই আপনি টাকার তাগাদায় এসেছেন ?

কেষ্ট। বুঝতেই তো পারছেন ভাই গরীব গেরস্থ মানুষ।

পট্‌লা। সব বুঝতে পারছি ভাই। কিন্তু আপনি একা হাজার চেষ্টা করলেও টাকা আদায় করতে পারবেন না। আপনার যাওয়া চাই Through proper channel।

কেষ্ট। তাইতো আমি যাচ্ছি ভাই—এই উপকারটুকু ক'রে দিন।

পট্‌লা। বলেছি তো করবো। কিছু ছাড়ুন ব্রাদার।

কেষ্ট। কত চান ?

পট্‌লা। সামান্যই "না" বল্‌লে একটাকা, আর "হাঁ" বল্‌লে দু'টাকা। যতবারই আপনি বাবাকে ডাকতে আস্‌বেন, আমি হয় বল্‌ব এক টাকা, না হয় বল্‌ব দু'টাকা। মনে থাকবে তো ? একটাকায় বাবা নেই, আর দু'টাকায় বাবা আছেন।

কেষ্ট। এখন তা'হলে ক'টাকা ? (ঢোঁক গিলিয়া)

পটলা। টাকাটা আগে বার করুন—দেখি—

[কেষ্ট মুদি ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিল]

পট্‌লা। এখন ? দু'টাকা।

কেষ্ট। ও তাহলে বিধু বাবু আছেন; এই নিন দু'টাকা; এবার যদি খবরটা আপনি দয়া করে বিধু বাবুর কাছে পৌছে দেন ?

পট্‌লা। পয়সা যখন নিয়েছি তখন কাজ ক'রব বৈকি ? হ্যাঁ দেখুন, আর যদি আপনার দেড়শো টাকা কোন রকমে আদায় করে দিতে পারি ?

কেষ্ট। তা'হলে আমি আপনার গোলাম হয়ে থাক্‌ব—

পট্‌লা। কিন্তু আমি যে 'টেকা' চাই ব্রাদার—আমি চাই টাকায় চার আনা ক'রে কমিশন।

কেষ্ট। টাকায় চার আনা বড় বেশী হয়ে যায়—মাথা ঠাণ্ডা করে আপনি একবার ভেবে দেখুন—

পট্‌লা। মাথা আমার সব সময়ই North pole, South pole হয়ে রয়েছে বুঝলেন? মাথাকে আমি সব সময়ই খুব ঠাণ্ডা রাখি। টাকায় চার আনা এমন আর কি বেশী? এমনিই তো আপনার সমস্ত টাকাটা জলে ডুবে আছে।

কেষ্ট। বেশ তাই হবে। আপনার কথাই রইলো, টাকায় চার আনা কমিশনই আপনি পাবেন ঐ দেড়শো টাকা যদি আমাকে আদায় করে দিতে পারেন।

পট্‌লা। ভদ্রলোকের এক কথা?

কেষ্ট। টাকা একদিকে, আর আমার কথা একদিকে।

পট্‌লা। নিন, আর একটা সিগারেট রাখুন। নগদ কড়কড়ে দুটো টাকা দিলেম। আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, দেখি কত্তা কি করছে। কত্তার আবার এখন ভাত খেয়ে অফিস যাবার 'time' বুঝলেন কিনা—সুযোগ বুঝে তো বল্‌তে হবে আমাকে? দিন ফর্দটা।

কেষ্ট। এই নিন্।

[পট্‌লার হস্তে ফর্দ দিল]

পট্‌লা। কিছুক্ষণ আপনাকে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

কেষ্ট। বেশ তো, আমি রয়েছি। (পট্‌লার প্রস্থান)

কেষ্ট। ওঃ! আচ্ছা বিচ্ছু ছেলে দেখ্‌ছি। এপারে পুঁতে দিলে ওপারে একেবারে গাছ হ'য়ে বেরুবে! দেড়শো টাকা আদায় করতে গিয়ে তিনশো টাকা গাঁট-গচ্ছা দেবো! নাঃ—ব্যবসা করাও আজকাল দুর্ভোগ। একবার বাজিয়ে দেখিনা কতদূরের জল কতদূরে গিয়ে

গড়ায়। দেড়শো টাকা আদায় হয় ভাল, না হয় আবার অন্য কোন একটা ফন্দি ফিকির ভাঁজতে হবে; এখন ঐ মাঞ্জা-দেওয়া ছেলেটি ভালোয় ভালোয় বাড়ী থেকে বেরুলে হয়। দেখাই যাক্—

[কেষ্ট মুদি দাঁড়াইয়া সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিল]

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

(১৫)

স্থান—নীচের দালান

(দুধের বাল্তি লইয়া যদুর প্রবেশ)

যদু। মা, দুধের জায়গাটা দিন্—

সৌদামিনী। দাঁড়াও বাছা! এই নাও।

(দুধ দিয়া ঘোষ দাঁড়াইয়া রহিল)

সৌদামিনী। কিরে দাঁড়িয়ে কেন?

যদু। আজ্ঞে, দুধের দামটা—

বিধু। ক'মাসের হয়েছে?

যদু। এই মাসটা নিয়ে চার মাস।

বিধু। তোর পাওনা কত?

যদু। একশো টাকার ওপর।

বিধু। সর্বনাশ করেছে। একশো টাকার ওপর! কাল থেকে আর তোকে দুধ দিতে হবে না। টাকা আমাদের খেটে রোজগার করতে হয়, টাকাটা তো আর গাছের ফল নয় যে নাড়া দিলেই পড়বে। ধার বাকি বলে যা খুসি তাই একটা হিসেব ধরে দিবি?

যদু। কি করি বাবু—খাঁটি দুধ টাকায় এক সের। এই দেখুন না খড় ভুষি এই সবের দামও দুনোদুনি চড়ে গেছে। গোরুকেও আমাদের খেতে দিতে হবে তো বাবু? আর যা তা হিসেবের কথা

বলছেন? আপনি আমার বারো মাসের খদ্দের, অধর্ম আপনার সঙ্গে ক'রব না বাবু। নিতে হয়, ছুটো পয়সা চেয়েই নোবো।

বিধু। থাক্ আর ব্যবসাদারী কথা বল্‌তে হবে না। মাসে আমাদের কত ক'রে দুধ লাগে?

যদু। আজ্ঞে প্রায় এক মণের বেশী।

বিধু। একমণ! আরে ব্বাপ—একমণ! সর্বনাশ করেছে—সর্বনাশ করেছে—বলো কি গিন্নী—এক মণ দুধ আমার এই একটা সংসারে!

সৌদামিনী। তা তো লাগবেই, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে সংসারে ছেলেপুলেও তো কম নয়। মাধুরী, মীনু, বুলু, পট্‌লা, মিণ্টু, সতু, ন্যাড়া, হাব্‌লা, গোজো, খোস্তা, নেবু—

বিধু। তোমার নেবু-টেবু এখন রাখো গিন্নী। (ঘোষকে) কি রে, তোর হিসেবটা কি হ'য়েছে বল দিকিনি?

যদু। এই সোজা হিসেব দেখুন—তিরিশ দিনে তিরিশ সের—আবার কোনও কোনও দিন মাঠাক্‌রুণ আবার এক আধসের দুধ বাড়তি রেখে দেন।

বিধু। ওকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও তোমার কাছ থেকে।

সৌদামিনী। দেখো দিকিনি আমি আবার টাকা কোথায় পাবো?

বিধু। আমার ক্যাস বাক্সটা খুলে ঘোষকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও। (ঘোষকে) বাকী পঞ্চাশ টাকা দিন দশেক পরে নিও। পুজোর বোনাস-টা পেলেই সব মিটিয়ে দেবো।

সৌদামিনী। (ঘোষকে) এস আমার সঙ্গে। (উ প্রস্থান)

গোপেশ্বর। বিধুবাবু আছেন—বিধুবাবু—

বিধু। কে?

(গোপেশ্বর প্রবেশ করিল পরণে গেরুয়া, হাতে জপমালা)

গোপেশ্বর। এই যে বিধু বাবু। প্রভুর ইচ্ছায় অনেক কষ্টে আপনার দর্শন পেয়েছি। (হাসি)

বিধু। আজ্ঞে—তা—আপনি…একেবারে বাড়ীর ভেতর?

গোপেশ্বর। ভগবান আপনার মংগল করুন, ভগবান আপনার মংগল করুন। আজ একমাস যাবৎ আমার তিন ছেলে আপনাকে দরজা থেকে ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছে। আমি ভাব্‌লুম আপনি কাজ কম্মোর মানুষ, আপনাকেই বা আর দোষ দিই কি করে? তাই একবার আপনার এই অফিস বেরুবার সময়ে দুগা বলে একেবারে ঢুকে পড়লুম আপনার এই অন্দর মহলে। আর আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে আর মান অপমানের কি আছে? (হাসি)

বিধু। তাতো বটেই, তাতো বটেই।

গোপেশ্বর। এই যাচ্ছিলুম এদিক দিয়ে ভাব্‌লুম একবার আপনার বাড়ীটা ঘুরে যাই!

বিধু। আমার বাড়ী! সে ভাগ্য কি আর করেছি যে নিজের পয়সায় বাড়ী হবে!

গোপেশ্বর। হবে—হবে সব হবে, সবই ভগবানের ইচ্ছে।

বিধু। তাতো বটেই—তাতো বটেই—

মাধুরি। বাবা, ভাত নিয়ে আসব? (নেপথ্যে)

বিধু। হাঁ—আনো মা।

গোপেশ্বর। আপনার শরীরটাতো খুব রুগ্ন রুগ্ন বলে মনে হচ্ছে বিধুভূষণ বাবু। শরীরের প্রতি একটু যত্ন নেবেন।

বিধু। কেরাণীর আবার শরীর—তার আবার যত্ন!

গোপেশ্বর। এই বলছিলুম কি, ভাড়াটা একবারে মিটিয়ে দিলে হ'ত না? পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী পড়ে গেছে। ছেলেরা তো আপনাকে উঠিয়ে দিতে বলছে। তা—এতদিনের ভাড়াটে আপনি, আপনার সঙ্গে তো আর আমি অধর্ম করতে পারি না। (হাসি)

বিধু। হাঁ, তা বটে, আপনার অনেকগুলো টাকা ভাড়া পড়ে গেলো।

গোপেশ্বর। তা হবে বৈকি—তা প্রায় পাঁচমাসের পাঁচশো টাকা। [হাসি]

বিধু। আপনি দয়া করে আর দিন দশ বারো অপেক্ষা করুন। এই পুজোর বোনাসটা পেয়ে তার সঙ্গে আরো কিছু ধার ধোর করে পাঁচমাসের ভাড়া একসঙ্গে পৌঁছে দেবো আপনার বাড়ীতে।

গোপেশ্বর। আজ আমি তা'হলে চলি—কেমন?

বিধু। হ্যাঁ, আসুন।

গোপেশ্বর। দুগ্গো দুগ্যতি নাশিনী, দুগ্গো দুগ্যতি নাশিনী—(গমনোদ্যত) এ্যাঁ—হ্যাঁ—তা'হলে দশদিনের ভেতরেই ওটা শোধ হয়ে যাচ্ছে—কি বলুন?

বিধু। আজ্ঞে—আশাতো করি।

গোপেশ্বর। সে ভরসা তো আছেই—বেশ বেশ। ভগবান আপনার মংগল করুন, ভগবান আপনার মংগল করুন। দুগ্গো দুগ্যতি নাশিনী—দুগ্গো দুগ্যতি নাশিনী—

[গোপেশ্বরের প্রস্থান]

[যদু চলিয়া যাইতেছে]

বিধু। (যদুকে) কিরে টাকা পেয়েছিস তো?

যদু। আজ্ঞে। হাঁ বাবু।

বিধু। মনে আছেতো—বাকী পঞ্চাশ টাকা পূজোর বোনাস পেলেই দিয়ে দেবো। ওরে বাবা—আমি মারবার লোক নই।

যদু। তাতো জানিই বাবু। [ঘোষের প্রস্থান]

[মাধুরী ভাত লইয়া প্রবেশ করিল, বিধুবাবু খাইতে বসিলেন]

মাধুরী। ধার দেনা কেন রেখে দাও বাবা। মাইনে পেয়ে মিটিয়ে দিতে পারো না ?

বিধু। কেরাণীর সংসার চালানো বড় চারটিখানি কথা নয় মা।

(মাধুরীর প্রস্থান। পট্‌লার প্রবেশ)

পট্‌লা। বাবা—বাবা—

বিধু। কি—কি—বাবা ?

পট্‌লা। এত করে বলছি--কিছুতেই শুনবে না !

বিধু। কি হ'ল—ব্যাপারটা খুলেই বলো না !

পট্‌লা। কেষ্টমুদি--

বিধু। কোথায় ?

পট্‌লা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এই দেড়'শো টাকার একটা ফর্দ আমার হাতে দিলে—দেখনা—

বিধু। দেড়শো টাকা। আমাকে একটু শান্তিতে খেতে দিবি না কি ?

পট্‌লা। ১১২৷৷০টাকা আমাকে দাওনা, তা হ'লেইতো সব ল্যাটা চুকে যায়। কেষ্টমুদি আমাকে টাকায় চার আনা কমিশন দিতে রাজি হ'য়েছে।

বিধু। যা হতভাগা বেরো, বেরো এখান থেকে—

পট্লা। যতো চোট্‌পাট সব আমার ওপর! এধারে তো বল্‌বে রোজগার করিস্ না কেন? Money saved is money earned. কেষ্টমুদিকে কি বল্‌ব?

বিধু। বল্‌বি—আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু।

পট্‌লা। তা আমায় বক্‌ছো কেন? আমি কি কর্‌লুম? বোঝাপড়া যা করবার কেষ্টমুদির সঙ্গেই করে নিও। আমি তো আর কেষ্টমুদি নই! দূত অবধ্য!

(পট্‌লার প্রস্থান)

[বিধুবাবু কাঁসার গ্লাসে করিয়া জল খাইতেছেন, ধীরে ধীরে মিণ্টু প্রবেশ করিল।]

মিণ্টু। বাবা—

বিধু। কি! (রাগিয়া)

মিণ্টু। কয়লাওলা টাকার জন্যে এসেছে—

[বিধুবাবু সঙ্গে সঙ্গে গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।]

বিধু। চুত্তোর'—খাওয়ার নিকুচি করেছে! খাওয়ার সময় কয়লা, গয়লা, বাড়ীওলা- যত্তো সব—

(সৌদামিনী দ্রুত প্রবেশ করিলেন)

সৌদামিনী। কি হ'ল গো ভাত ফেলে উঠে পড়্‌লে কেন?

বিধু। সখ ক'রে, আনন্দ ক'রে ফূর্ত্তিতে আমার প্রাণটা নেচে উঠেছে কিনা তাই! শান্তিতে দুমুঠো পেট ভ'রে ভাত খেতে পাব না। ম'লে বাঁচি! তোমাদের হাত থেকে কবে যে নিষ্কৃতি পাব তা একমাত্র ভগবানই জানেন। চল্ চল্—ব্যাটাচ্ছেলে, দেখি তোর কয়লাওলা কি বল্‌ছে।

[মিণ্টুর কান ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে বিধুবাবুর প্রস্থান সৌদামিনী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।]

[মঞ্চ ঘূর্ণায়মান]

১।৬

অফিস রুম

[যে যার টেবিলে বসিয়া কেরাণীগণ কাজ করিতেছে। মাঝখানে বড়বাবুর চেয়ার শূন্য।]

সত্যেন। কি ব্যাপার ভানু, বড়বাবু তো এখনও এসে পৌঁছুলেন না। এদিকে তো সাড়ে দশটা বাজে!

অজয়। শুনলুম, কালকে নাকি গুহ সায়েব বড়বাবুকে খুব একচোট দাঁতানি দিয়েছেন দেরী করে অফিসে আস্‌বার জন্যে।

আঢ্য। সায়েবের তো আর গায়ে লাগে না!

দ্বিজেন। সত্যি কথা, মোটা মাইনের চাক্‌রি, রাজার হালে রয়েছে।

সুহাস। ঠিক বলেছিস্ দ্বিজেন। সায়েবকে তো আর বাজার হাট ক'রে, র‍্যাশন বাড়ীতে পৌঁছে, গম-ভাঙিয়ে অফিসে আসতে হয় না!

ভানু। আসা মানে! কোনও রকমে দুটো হাতে ভাতে ক'রে, ট্রাম বাস ধ'রে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে আসা,—সে কথাটাও বল্।

সত্যেন। কেরাণীর জীবনটাই অভিশপ্ত।

দ্বিজেন। প্রাণের কথা খুলে বলেছ সত্যেন দা। বারো বছর একটা অফিসে চাক্‌রি করবার পর, একখানি বিল্বি-পত্তর হাতে ধরিয়ে দিল!

আঢ্য। বিল্বি-পত্তর—! সে আবার কি!

দ্বিজেন। **Retrenchment notice** গো—**Retrenchment notice!** ওরে ভেনো, তোর নস্যির ডিবেটা দে।

[ভানু দ্বিজেনকে নস্যির ডিবে দিল। ভানু নস্যি টানিতেছে।]

সুহাস। আমার কি হ'ল! এর আগে আমি যে অফিসে চাকরি কর্তুম সেখানে কি রকম Injustice হ'ল জানো! আমার পরে যে Clerk এল, অফিসারের Relative বলে সে আমাকে ছাড়িয়ে In-charge হ'য়ে গেল!

আঢ্যি। এ যে Upset বাজী হে! ইস্— (মুখে দুঃখের শব্দ)

দ্বিজেন। কেন, আমাদের এই অফিসে কি হ'ল? Superintendent হবার কথা বনবিহারীবাবুর—তার জায়গায় গিয়ে বস্‌লেন ধনকেষ্টবাবু। সবই Oil এর ব্যাপার ভাই, সবই Oil এর ব্যাপার।

ভানু। কি আশ্চর্য! অফিসার বলে কথা! তাঁরা হচ্ছেন মানবরূপী এক একটি ক্ষুদে ক্ষুদে দেব্‌তা, তাঁদের একটু আধটু Oilify না কর্‌লে চলে!

সুহাস। জানিস্, আমার বোন, কোনও একটি অফিসে গেছল চাকরির জন্যে। জান্‌তে পারলাম, অফিসারটি চাকরি অবশ্য তাকে দিতে পারেন provided আমার বোন্ তাঁর সঙ্গে হোটেলে যায়!

অজয়। বলিস্ কি রে!

দ্বিজেন। ব্যাটাকে, গিয়ে জুতিয়ে দিতে পার্‌লি নি?

সুহাস। আইনের' খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে ব্রাদার, ট্রেসপাশের চার্জে ফেলে তখনই আমাকে Arrest করাবে।

ভানু। ওরে দ্বিজেন, বিড়িটা নিভে গেল। দেশলাইটা দে। ধরিয়ে নি।

আঢ্যি। কোনও অফিসে এক ভদ্রমহিলা ঢুকলেন সামান্য এক Lady Typist হ'য়ে, মাইনে তখন ছিল দেড়শো টাকা। কিন্তু অফিসারের সুনজরে পড়ায় তিনি হ'লেন প্রাইভেট সেক্রেটারী, মাইনেটা তখন হ'ল দেড় হাজার টাকা!

ভানু। বলো কি আঢ্যি দা! Graphic Sketch হ'লে তাহ'লে মোটামুটি এই Figureটা দাঁড়ায়!—ছিল Calcutta to Ranchi, হ'ল Calcutta to Karachi—!

অজয়। মেয়েরা সব রাহুর মত কি বলিস্ ভেনো?

ভানু। তা যা বলেছিল্ মাইরি, আমরা আবার সকলে এক একটি পূর্ণিমার চাঁদ কিনা? (হাসি)

সত্যেন। তোমরা যাই বল না কেন—কেরাণী হ'য়ে আমরা চাক্‌রিতে ঢুকেছি, আবার কেরাণী হয়েই মারা যাব!

দ্বিজেন। এটা আমাদেরই দোষ সত্যেন দা! আমরা নিজেরা কেরাণী বলে, ছেলেদেরও কেরাণী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই!

সুহাস। সত্যি কথা, রামের বাপ ছেলের ম্যাট্রিক পাশের জন্ত অপেক্ষা করছে—

অজয়। শ্যামের বাপ দেখ্‌ছে ছেলে কখন আই-এ পাশ করবে—

আঢ্যি। আর যদুর বাপ দেখ্‌ছেন ছেলে কখন গেছুড়ে হবে—মানে Graduate হবে!

দ্বিজেন। তারপর ব্যস্, চাক্‌রি থাকতে থাকতেই সায়েবের হাতে-পায়ে ধরে ছেলেকে পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা চাক্‌রিতে ঢুকিয়ে দাও!

সত্যেন। তা, না হ'য়েই বা উপায় কি?—রোজগারী একটা মাত্র লোক, কতদিকে আর পেরে ওঠে বলো!

[ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিধুবাবুর প্রবেশ। Attendance Register খুঁজিতে গিয়া হাত লাগিয়া জলের গ্লাস পড়িয়া গেল]

[হলধর পিওন টুলে বসিয়া ঢুলিতেছে]

বিধু। দুত্তোর কাজের নিকুচি করেছে। এঃ জলটা পড়ে গেল! ওরে হলধর,—দেখেছো—দেখেছো, আক্কেল দেখেছো—ব্যাটা ঘুমুচ্ছে! নাঃ, এরা পাঁচ জনে মিলেই চাকরীটাকে আমার খাবে দেখছি! হলধর—

সত্যেন। এই হলধর—হলধর—

[হলধর আচম্কা বলিয়া উঠিল 'বাবু'।]

সত্যেন। দেখ্ বড়বাবুর টেবিলে গেলাস উল্টে জল পড়ে গেছে—একটা ঝাড়ন দিয়ে মুছে নে। (বড়বাবুকে) কি খুঁজছেন আপনি? (হলধর ঝাড়ন আনিতে গেল)

বিধু। Attendance Register.

সত্যেন। তা এতক্ষণ আমাদের বলবেন তো?

বিধু। দাও ভাই দাও—তোমার কাছে নাকি?

সত্যেন। একটু আগে Attendance Register ওঃ সাহেবের পিয়ন এসে নিয়ে গেছে।

বিধু। সর্বনাশ করেছে! আজ আবার বরাতে গালমন্দ রয়েছে! তাই তো এখন কি করি?

সত্যেন। করবেন আর কি? গিয়ে চেয়ে নিন্। আপনি তো আচ্ছা ভীতু লোক! সাহেব হচ্ছে আপনার ছেলের বয়সী, তাও আবার তিনি বাঙ্গালী, তাকে এতটা ভয় কিসের শুনি? তিনি কি আপনার গর্দানটা কেটে নেবেন? (হলধরের প্রবেশ)

বিধু। না, না, তোমরা বোঝো না, সাহেব, আমাদের ভারী বদরাগী।

সত্যেন। বদরাগী আছেন বাড়ীতে আছেন, আমাদের কি? বুঝতাম হ্যাঁ—তিনি বদরাগী - আমাদের গালমন্দ করে daily দশ টাকা করে বক্‌শিস্‌ দিচ্ছেন—ত'াহলে তাঁর রাগটাকে বরদাস্ত কর্‌তুম।

ভানু। সত্যি কথা, পেটে খেলে তবে পিঠে সয়—

বিধু। হলধর— (হতাশার ডাক)

হলধর। কি বলছেন বড়বাবু—

বিধু। এক গ্লাস জল দে বাপ একটু সামলে নিই—

ভানু। আচ্ছা. আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন বলুন তো? সায়েব এক কথা বলবে আপনি দশ কথা শোনাবেন।

বিধু। তোমরা ছেলেমানুষ কিনা—সংসারটাকে সবুজ চোখে দেখছো। চাকরী যদি আজকে আমার ঐ অফিসারের কলমের একটি খোঁচায় চলে যায়, তা'হলে সংসারকে নিয়ে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে। কেরাণী হয়ে ঘরে বাইরে বহু অপমান সহ্য করেছি। যাক্‌, এমনি করেই বাকি যে কটা দিন চলে যায়।

দ্বিজেন। সত্যি কথা, হাত পা আমাদের বাঁধা।

[হলধর জল দিয়া গেল]

বিধু। যাই—দুগ্‌গা বলে একবার **Attendance Register**এর জন্যে বড়সায়েবকে বলি। তোরা যেন কেউ গোলমাল করিসনি আবার। সব কিছু কর্‌ বাবা—কিন্তু আমার চাকরিটাকে বাঁচিয়ে কর্‌।

[বাহিরে প্রস্থান]

ভানু। আহা। শিবতুল্য লোক মাইরি!

সত্যেন। বড়বাবুর সঙ্গে সায়েব আমার ডিপার্টমেণ্টএ আস্‌তে পারে। চুপ করে এখন মুখ বুজিয়ে কাজ কর্‌ ভাই। এ ব্যাটা তেলে-ভাজা-অফিসার। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সেক্‌সনে এলেই হ'ল।

ভানু। ঠিক বলেছো সত্যেনদা—হাওয়া বড় খারাপ, নাও হে নাও—কাজে বোসো—এখন বাগিয়ে কলম ধর ভাই, চুটিয়ে কাজ করো—একেবারে Speak to not—

নীলমণি। (প্রবেশ) নিবারণ বাবুকে গুহসায়েব ডাকছেন—

সত্যেন। নিবারণবাবু আসেন নি এখনো। এলেই পাঠিয়ে দোবো। —কেন, ডাকছে রে ?

নীলমণি। রোজ রোজ নিবারণবাবু দেরী করে অপিসে আসেন বলে গুহসায়েব খুব রেগে গেছেন—

সত্যেন। হ্যাঁ রে—আমাদের বড়বাবু কোথায় ?

নীলমণি। নন্দী সায়েবের কাছে। (প্রস্থান)

দ্বিজেন। ভাই পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। একুশটা বছর কি আর বিধুবাবু কড়িকাঠ গুণে চাকরি করেছেন। গুহসায়েবের কাছে ধাঁতানি খাবার ভয়ে একেবারে ওপরওলা নন্দী সায়েবকে গিয়ে পাকড়াও করেছে। বুড়ো কিন্তু ভাই বুদ্ধির ঢেঁকি !

সত্যেন। কি আর করে বলো ভায়া। মান ইজ্জৎটাকে তো বাঁচাতে হবে ! গুহসায়েবটা একেবারে ছোটলোক—

ভানু। কলুর বলদ আমরা সবাই, টেনেই চলি ঘানি,
চাবুক খাওয়া স্বভাব মোদের চাবুকটারেই মানি।
চোখের ঠুলি খুলবে না হায়, মিলবে না ভাই ছাড়া !
ল্যাজটি মুলে মনিব দেবেন তাড়ার ওপর তাড়া।

[সকলের হাসি]

নাও হে—কাজে বোসো। গুহ সায়েব যে কোনও মুহূর্তে আসতে পারে।

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান

১।৭

—অফিসার নন্দী সায়েবের ঘর—

[নন্দী সায়েব কাজ করিতেছেন। সেক্রেটারিয়েট টেবিল—ফোন, অফিসের কাগজপত্র, ফাইল, দোয়াত কলমে টেবিল সজ্জিত। নন্দী সায়েব কাজ করিতে করিতে ফোন তুলিলেন। বিধুবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মিঃ নন্দী। Hallo ! P. K. 6187 please. Yes please ; Hallo Mr. Sen ! আমি Mr. Nandy কথা বলছি। Stationery goods আপনারা যা supply করছেন তা একেবারে most third class। Paper যা supply করছেন তা একেবারে good-for-nothing। তুপিঠে তার লেখা যায় না, pencilএর সিস্ লিখ্‌তে-না-লিখ্‌তেই ভেঙে যায় আর nib যা দিচ্ছেন তা একদিনের বেশী তুদিন চলে না। দেখুন, আজকাল হচ্ছে Economyর যুগ। অথচ Clerkরা Complain করছেন,—জিনিষ খারাপ বলে সব-কিছুই তাঁদের বেশী বেশী প্রয়োজন হয়। এমন অবস্থায়, আপনাদের কাছ থেকে Supply নেওয়া বন্ধ করে দিতে হয়। এঁ্যা ! হঁ্যা। বেশ, আরও একমাস আপনাকে Trial দিচ্ছি। আপনি Business-man, আপনার ক্ষতি করতে আমি চাইনা। Thanks—

[নন্দী সায়েব ফোন রাখিয়া কাজ করিতেছেন। বিধুবাবু সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। কাজ করিতে করিতে বিধুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া]

মিঃ নন্দী। কিছু বলবেন ?

বিধু বাবু। Good morning Sir—

মিঃ নন্দী। নমস্কার ! আচ্ছা, এই সব ইংরাজি কথাগুলো বলেন কেন ! আমি বাঙালি, আপনিও বাঙালি ; বাঙলায় কথা বলুন—

বিধু। Sir, আপনি একজন কত বড় অফিসার—

[সংকোচ]

মিঃ নন্দী। কি আশ্চর্য, অফিসার হ'লেও আমি তো আপনারই সম-পর্যায়ভুক্ত, আমি তো আপনারই মতো মানুষ।

বিধু। আজ্ঞে, তা আপনি ঠিক বলেছেন Sir—

[আপ্যায়িতের হাসি]

বিধু। আপনার সঙ্গে Sir, কারুর তুলনা হয় না Sir—

মিঃ নন্দী। কি আশ্চর্য, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, এত কিন্তু হয়ে বল্‌ছেন কেন? বসুন—

বিধু। না, Sir, আমি Sir, ঠিক আছি Sir—। আমি Sir বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি Sir—

মিঃ নন্দী। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

বিধু। এমন কিছু নয় Sir—। আজ একটু দেরী করে আপিসে এসেছি Sir—তাই—

মিঃ নন্দী। একটু সকাল সকাল আস্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন। আপনাকে আর কি শেখাবো? আপনি তো জানেন—Time is money। সময় এবং শৃঙ্খলা জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে তাহ'লে আমাদের সংসারেও বিশৃংখলা দেখা দেবে!

বিধু। তা' আপনি ঠিক বলেছেন Sir—এটা আপনি যথার্থ কথা বলেছেন। তা বল্‌ছিলুম কি Sir—Attendance Registerটা গুহ সায়েবের ঘরে রয়েছে। মিঃ গুহকে আমার বড় ভয় করে Sir—

মিঃ নন্দী। আচ্ছা আমি ফোনে বলে দিচ্ছি মিঃ গুহকে—আজকের মত He will excuse you—

বিধু। আহা! আপনি দেবতা Sir, আপনি ভগবান Sir!

(মিঃ নন্দী ফোন তুলিলেন)

মিঃ নন্দী। Put me up to Mr. Guha please! মিঃ গুহ? অনিবার্য কারণবশতঃ আজ বিধুবাবুর Officeএ আস্‌তে দেরী হয়েছে। Please excuse him only to-day and please send the Attendance Register to his section.

(ফোন রাখিলেন)

মিঃ নন্দী। Attendance Register Mr. Guha আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আপনি যেতে পারেন।

(কাজে মন নিয়োগ করিলেন)

বিধু। ভগবান আপনার মংগল করুন Sir, ভগবান আপনার মংগল করুন। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া)

বিধু। Sir, একটা কথা বল্‌ব Sir—

মিঃ নন্দী। বলুন—

বিধু। আমার এক বন্ধুর ছেলেকে যদি দয়া করে কোনও একটা কাজে কম্মে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন—

মিঃ নন্দী। লেখাপড়া কতদূর করেছেন তিনি?

বিধু। এম-এস্-সি পাশ করেছে, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে। বড় গরীব Sir, বড় ভালছেলে Sir, তার বাবা এই অফিসে ২০ বছর চাক্‌রি করে গেছে Sir—

মিঃ নন্দী। দেখুন,—এম-এস্-সি পাশ একজন ভদ্রলোককে তো আর যা তা একটা কাজে ঢোকান যায় না। আপাততঃ আপনারই Section এ তো একজন Clerk এর post খালি আছে। তিনি কি আর সে কাজ কর্‌তে রাজি হবেন?

বিধু। নিশ্চয়ই হবে Sir—নিশ্চয়ই হ'বে. আজকালকার বাজারে সাতহাত মাটি খুঁড়্লে একটা পয়সা পাওয়া যায় না—। (হাসি)

মিঃ নন্দী। (হাসিয়া উঠিলেন) ঠিক বলেছেন, চাক্রির জীবনেও আজকাল লেখাপড়ার কোনও দাম নেই।

বিধু। যার যত বড় Backing Sir, তার তত বড় চাক্রি Sir—(টুকরো হাসি)

মিঃ নন্দী। আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন। কালকে ভদ্রলোককে আন্বেন সঙ্গে করে। তিনি যদি কেরাণীর চাক্রি করতে রাজী হন, আগামী কাল আমি তাঁকে Appointment দেবো।

বিধু। কালকেই Sir! [আশ্চর্য, এবং আনন্দ]

মিঃ নন্দী। Appointment Letter আজই আপনি নিয়ে যেতে চান?

বিধু। তাহ'লে তো খুব ভাল হয় Sir—[আগ্রহ এবং আনন্দ]

মিঃ নন্দী। আচ্ছা আপনি ভদ্রলোকের নাম আর ঠিকানা লিখে রেখে যান। একটু পরে Appointment Letter আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে মাইনেটা খুব কম—একশো কুড়ি টাকা। এম-এস-সি পাশ একজন ভদ্রলোককে সামান্ত টাকার চাক্রি দিতে আমার নিজেরই লজ্জা কর্ছে।

বিধু। নন্দী সায়েব, একুশ বছর আমি এই অফিসে চাক্রি কর্ছি—আপনি নতুন এসেছেন এই অফিসে। আপনার মত এত উদার, মহান্ ব্যক্তি—একটি দিনের জন্তেও আমার চোখে পড়েনি। আমি কি বলে যে আপনাকে ধন্তবাদ দেবো Sir—(ক্রন্দন প্রায়)

মিঃ নন্দী। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন—

বিধু। আশীর্বাদ! [ক্রন্দন প্রায়] আশীর্বাদ করি বাবা,—তুমি সুখী হও, তুমি চিরসুখী হও। রবিনের বাবা গুণময় ছিল আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তারই ছেলে অভাবে পড়ে, আজ আমার কাছে এসেছে চাকুরির সন্ধানে; যদি আজ তোমার কৃপায় তার কোনও একটা চাকুরি হ'য়ে যায়, ভগবান তোমার মংগল করবেন বাবা, ভগবান তোমার মংগল করবেন। (রবিনের সামনে দাঁড়িয়ে, আজ আমি বুক ফুলিয়ে বড় মুখ করে বল্‌তে পারব, আমার বড় সায়েব আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমার কথা রেখেছেন। ভগবান আছেন। দুর্দিনে তিনি অভাগাকে আশ্রয় দেন। আজ আমার প্রাণে বড় শান্তি নন্দীসায়েব, আজ আমার প্রাণে বড় শান্তি।) আমি অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, ভগবান তোমার মংগল করুন—

(বিধুবাবুর প্রস্থান)

(নন্দী সায়েব বিহ্বল হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

(ড্রপ)

২।১

মিঃ গুহের ঘর

(মিঃ গুহ কাজ করিতেছেন)

(নেপথ্যে নিবারণ May I come in Sir ?)

মিঃ গুহ। Yes, come in.

(নিবারণের প্রবেশ)

কটা বাজে? এখন আপনার ঘড়িতে কটা বাজে—দশটা?

নিবারণ। আঁজ্ঞে না,—দশটা বেজে গেছে—

মিঃ গুহ। Why so late ?

নিবারণ। Sir, একটু পেটের trouble Sir—তাই—

মিঃ গুহ। এটা অফিস না আড্ডা বাড়ী ?

নিবারণ। না—Sir, Office.

মিঃ গুহ। চাকরী করবার ইচ্ছে আপনার আছে কিনা, আমি জানতে চাই।

নিবারণ। আছে Sir—

মিঃ গুহ। তবে রোজ রোজ অফিসে আসতে এত দেরী হয় কেন ?

নিবারণ। না Sir—

মিঃ গুহ। আবার মিথ্যে কথা ?

নিবারণ। হ্যা Sir ! শুধু আজকের দিনটা স্যার, পেটের Trouble এর জন্যে—

মিঃ গুহ। Alright ! আজই আমি অফিস সারকুলার পাঠিয়ে দিচ্ছি—আমি Drastic action নিতে চাই !

নিবারণ। তাহলে তো খুব ভাল হয় স্যার ! এই রকম বীভৎস ভয়ংকর একটা Step না নিলে Late-comerবৃন্দ শায়েস্তা হবে না।

মিঃ গুহ। Listen নিবারণ বাবু, তিন দিন Late হলেই একদিন Casual Leave কাটা যাবে।

নিবারণ। আচ্ছা Sir— (গমনোদ্যত)

মিঃ গুহ। শুনুন—

নিবারণ। Yes Sir! Yes Sir—

মিঃ গুহ। আপনাদের সেকসনে কাজ কর্ম কি রকম হচ্ছে!

নিবারণ। এক রকম ভালোই হচ্ছে—স্যার।

মিঃ গুহ। শুনলাম, আপনাদের সেকসনে তিন চারিটি অকাল পক্ক ছেলে আছে। তারা তো Praticaly কিছুই করে না। শুধু অফিসারদের কাজের সমালোচনা করে বেড়ায়।

নিবারণ। আমাদের সেকসনে!

মিঃ গুহ। আকাশ থেকে পড়লেন যে!

নিবারণ। না স্যার, আমাদের সেকসনে তো সে রকম কেউ নেই। যে ক'টি ছেলে রয়েছে তারা খুব মন দিয়েই কাজ-কম্ম করে।

মিঃ গুহ। তবে যে আমি খবর পেলাম সত্যেন, ভানু, দ্বিজেন, Sectionটাকে Club Room করে তুলেছে। আপনাদের সেকসনে আমারও লোক আছে মনে রাখবেন। সুযোগ পেলেই আমি ওই তিনটি রত্নের বিষ দাঁত ভেঙে দেবো।

নিবারণ। আপনি ভুল খবর পেয়েছেন Sir, ঐ তিনটে ছেলে আপনার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। ওরা আপনার অন্ধ ভক্ত। ওরা বলে অফিসে অফিসার আছেন মাত্র একজন, আর তিনি হচ্ছেন মিষ্টার বারিদ বরণ গুহ।

মিঃ গুহ। বলে বুঝি? বসুন—বসুন—আর কি বলে?

[নিবারণ অতি সন্তর্পণে জড়সড় হইয়া একটী চেয়ারে বসিল ঠিক কাঠের পুতুলের মত।]

নিবারণ। বলে—আপনি নাকি গরীবের মা বাপ। আপনি নাকি অনেক গরীবের চাকরী করে দিয়েছেন; আবার প্রাইভেটেও আপনি নাকি দু'চার জনকে Help করেন।

মিঃ গুহ। না-না—ও সব কিছু নয়, আর কি বলে ওরা?

নিবারণ। বলে ইয়ে—মানে বলে, Staffএর জন্যে আপনার প্রাণ যেমন কাঁদে অন্য কোন অফিসারের তেমন কাঁদে না।

মিঃ গুহ। সত্যি কথা! আমি Staffএর জন্যে কি না করছি? Retrenchmentএর যা হিড়িক দেখা দিয়েছিল—এই Office থাকত না। স্রেফ আমার এই কলমের একটি আঁচড়ে বুঝলেন—Head Officeএ পাঠিয়ে দিলাম মিটে-কড়া একখানা চিঠি—ব্যস, তারপরই Order এল—"Stop Retrenchment"। আর কি বলে ওরা?

নিবারণ। বলে আপনারই করুণাতে ভদ্রমহিলারা Provide হচ্ছেন এই আফিসে। মা বোনদের অন্ন সংস্থানের জন্যে আপনার এই সৎ প্রচেষ্টাকে ছেলেরা শ্রদ্ধা করে।

মিঃ গুহ। সত্যি কথা! ভদ্রমহিলাদের জন্যে আমি যতখানি Fight করি এই অফিসে আর কোন অফিসার করেন! আর কি বলে ওরা?—আমার গ্র্যাভিটি আছে, অফিসের সকলেই আমাকে ভয় করে, এই সব কথা ওরা বলে না?

নিবারণ। বলে বৈকি স্যার—বলে বৈ কি। ওরা বলে—ইয়ে—মানে—আপনার চলা বলা হাঁটা এমন কি ইংরিজীতে কথা বলাটি পর্যন্ত সাহেবদের মত। ওরা বলে আপনি নাকি সায়েব বাচ্চা?

মিঃ গুহ। Shut up!

নিবারণ। Yes Sir, Yes Sir। ওরা বলে আপনার অদ্ভুত Personality. Dignity কে maintain করে চলবার অদ্ভুত ক্ষমতা আপনার। ওরা বলে আপনি নাকি Born officer!

মিঃ গুহ। Yes, when I speak English, I think myself an Englishman through and through, you see Mr.—What's your name?

নিবারণ। নিবারণ চাটুজ্জে Sir, নিবারণ চাটুজ্জে!

মিঃ গুহ। Well Mr. Chatterjee, you see, I feel much for my staff and I have done much for them.

নিবারণ। Yes Sir, Yes Sir.

মিঃ গুহ। You should give those boys thanks on behalf of me.

নিবারণ। Yes Sir! Hundred times Sir—hundred times Sir! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল)

নিবারণ। Sir একটা কথা বল্‌ব Sir?

মিঃ গুহ। Yes!

নিবারণ। শুনেছি আপনি মহৎ ব্যক্তি। আমার একটা উপকার করতে হবে Sir।

মিঃ গুহ। Yes—বলুন কি কর্‌তে হবে?

নিবারণ। আমি রোজ রোজ একটু একটু ক'রে দেরীতে অফিসে আসি বলে এবং মাসে ১৫ দিন আমার কামাই হয় বলে আমার Increment Stop হয়ে রয়েছে Sir.

মিঃ গুহ। First deserve, then desire.

নিবারণ। আপনি স্যার গরীবের মা বাপ Sir. আমার মতন এক অসহায় গরীব ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে আপনার কি লাভ স্যার? আপনার একটি সামান্য কলমের আঁচড়ে স্যার, অসম্ভব সম্ভব হয়ে যেতে পারে Sir।

মিঃ গুহ। That's nothing—That's nothing—All right, I sanction your increment: but mind you Nibaran

Babu I am a Stern-task-master. You must have to come punctually to the office and maintain discipline, so long Mr. Barid Baran Guha is here—follow ?

নিবারণ। Yes Sir, একশো বার Sir, সেকথা আর বলতে Sir ? নমস্কার Sir— (গমনোদ্যত)

মিঃ গুহ। শুনুন !

নিবারণ। Yes Sir, বলুন Sir—

মিঃ গুহ। Attendance Register খানা আপনাদের Section-in-charge বিধুবাবুকে দেবেন—নিয়ে যান। (গমনোদ্যত)

নিবারণ। আচ্ছা Sir !

মিঃ গুহ। আর বিধুবাবুকে বলবেন, তিমি যেন রেজিষ্টারে নামটা সই করে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যান।

নিবারণ। নিশ্চয়ই বল্‌ব, নিশ্চয়ই বল্‌ব স্যার।

মিঃ গুহ। আর এ কথাও বলবেন, কাল থেকে তাঁর মেয়েকে আমি Appointment দোব। আমার একজন Private Secretary প্রয়োজন। বিধুবাবু আমাকে ওঁর মেয়ের একটা চাকৃরি করে দেবার কথা বলেছিলেন। আমার Recommendation-এ নন্দীসাহেব ঐ Private Secratary-র postটি আমার মনোনীত candidateকে দিতে রাজি হ'য়েছেন। মাইনে আপাততঃ পাবে আড়াইশো টাকা—

নিবারণ। Oh Thank you Sir—আপনার Sir গুণের তুলনা নেই Sir, ঠিক যেন Charitable dispensary Sir !

মিঃ গুহ। **Don't talk nonsense—get—out—**(রাগিয়া)

নিবারণ। Yes Sir, একটা কথা Sir—

মিঃ গুহ। কোন কথা নয়, Get out—

নিবারণ। কাল তা'হলে Sir, আমার incrementটা Sir—

মিঃ গুহ। একবার নো বলে দিয়েছি—

নিবারণ। Yes Sir—

মিঃ গুহ। এক কথা কতবার করে বলতে হবে শুনি?

নিবারণ। No Sir—

গুহ। Get out—

নিবারণ। Very good Sir—Very good Sir.

[ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া নিবারণের প্রস্থান] (মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

২।২

স্থান:—রান্নাঘর

[সকলে চা খাইতেছে ও রাত্রের রুটি তৈয়ারী করিবার যোগাড় চলিতেছে।]

মাধুরী। রবীন চলে গেল কেন?

সোদা। কি জানি মা? এত করে থাক্‌তে ব'ললুম, তবু সে থাকতে রাজী হ'ল না।

মাধুরী। বেশ ছেলেটি! দেখোনা মিনুর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে দিতে পার।

বুলু। ঠিক বলেছ, খুব ভাল হয় তা'হলে।

সোদামিনী। কর্তারও ঠিক তাই ইচ্ছে।

মিনু। না, না, কেরাণী হবার ইচ্ছে যার মনে রয়েছে তাকে বিয়ে ক'রে লাভ কি?

সোদামিনী। কে কেরাণী হতে চায়? রবীন?

মিনু। নয়তো কি? বাবার কাছে এসেছিল, একটা চাক্‌রি যাতে হয়।

সৌদামিনী। কেরাণী হ'লেই বা! এম্‌-এস্‌-সি পাশ করেছে, বড় কম কথা নয়তো বাপু! লেখাপড়া-জানা—ছেলের মাহাত্ম্যই আলাদা!

মিনু। কেন—দিদিকেও তো লেখাপড়া জানা ছেলের হাতে দিয়েছিলে?

সৌদা। বাপ মা কি আর মেয়ের অমংগল খোঁজে মা! দেখে দিলুম—তারপর সবই অদৃষ্ট!

মাধু। রবিন ছেলেটি কিন্তু বেশ!

মিনু। ওকে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌বো না, বড় অহংকার!

বুলু। এটা তোমার মনের কথা?—না, মুখের কথা মেজদি! ইস্‌! বিয়ে কর্‌বে না! না বড়দি, মেজদির কথা বিশ্বাস ক'র না! মেজদি মনে যা ভাবে, মুখে ঠিক তার উল্টো বলে।

মিনু। হাঁ, তুই গণৎকার কিনা, তাই আমার মনের কথাগুলোকে জান্‌তে পেরেছিস্‌?

বুলু। বলে দেবো মাকে?

মিনু। কি বল্‌বি?—বল্‌ না।

বুলু। রবিনদা, যখন চলে গেল তখন তুমি মুখ গম্ভীর করে রইলে কেন? কথা বল্‌লে না কেন তার সঙ্গে!

মিনু। আমার খুসী।

মাধু। হাঁরে—তোরা মনে ভেবেছিস কি? মাকে তোরা মোটেই সম্ভ্রম করিস্‌ না। যা বেরো এখান থেকে। কালে কালে সব হ'ল কি! আমরা তো বিয়ে-থা'র আলোচনা গুরুজনদের সাম্‌নে করতে লজ্জা পেতুম!

মিনু। এতে লজ্জার কি আছে? জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে লেখাপড়া শিখেছি, আলাপ আলোচনা কর্‌তে দোষ কি?

মাধু। তা ব'লে একবারে মা বাবার সামনে!

মিনু। দিদি তুমি তো আগে এতটা Conservative ছিলে না! পৃথিবী বদলাচ্ছে, মানুষও বদলাচ্ছে। যাক্, তোমরা তোমাদের নীতি নিয়ে থাকো। আয় বুলু— (মিনু ও বুলুর প্রস্থান)

মাধু। তাড়াতাড়ি খাবার করে দাও মা। আজ সকালে বাবার খাওয়াই হয় নি। কাল থেকে বাবা যখন সকালে খেতে বস্‌বেন—সদর দরজায় খিল লাগিয়ে দিও, যেন কোনও পাওনাদার খাওয়ার সময় এসে তাগাদা কর্‌তে না পারে।

সোদা। একটা মানুষ—কতদিকে আর দেখ্‌বে? পটলা যদি এতদিনে একটা পাশ করে বেরুত, তা হ'লেও না হয় একটা চাকুরীতে উনি ঢুকিয়ে নিতেন। হতভাগা ছেলের মাথায় কি যে থিয়েটার করার সখ ঢুকেছে—

(পট্‌লার প্রবেশ)

পট্‌লা। পিপাসা—পিপাসা—
"চা"—এর লাগিয়া মোর
অনন্ত পিপাসা প্রাণে
জাগিয়াছে, অগ্নিদগ্ধ মরুভূমি সম।
জননী—জননী—

সোদা। গেল যা,—আবার এক্টো করা হচ্ছে!

পট্‌লা। তিরস্কার কেন কর মাতা?
দেয়াল ঘড়িতে মাগো

বাজিয়াছে সন্ধ্যা সাড়ে সাত—
ক্লাবে যেতে হবে মোরে
"সাজাহান" দিতে রিহার্সাল !
তোমারে দেখাব মাগো
সেই অভিনয়,
প্রেক্ষাগৃহে তুমি রবে বসে,
আর আমি, বৃদ্ধ-পঙ্গু অভিশপ্ত ভারত-সম্রাট্
বন্দী হয়ে প্রস্তর কারায়,
মুহুর্মুহু করাঘাত করে যাব আপন ললাটে—
পটাপট্ পটাপট্ বাঁধা Clap
কে রুধিতে পারে ?
Hurry up ! Quick ! Quick !
এক কাপ চা মোরে
অতিশীঘ্র দাও গো জননী—
ধৈর্য নাহি ধরে মোর হিয়া !

মাধুরী । বেরো, মুখপোড়া—
সোদা । চা এখন হবে না ।
পটলা । কি কারণ মাতা ?
সোদা ! এখন রুটি তৈরী হচ্ছে !
পটলা । জননী গো দুটি পায়ে পড়ি
দাও তবে শুধু তেরো আনা
করিব না কোন অভিযোগ,
যাব আমি চায়ের দোকানে,
খাব আমি ফাউল-কাট্‌লেট—

পরিপূর্ণ এক কাপ চা—
পান করে নেবো আমি শেষে,
তারপর চলে যাব ক্লাবে।

সোদা। আ গেলো যা—এটা কি থিয়েটার?

মাধুরি। এক একটি রত্ন। পটলা চলে যা এখনে থেকে।

পটলা। দিদি—দিদি—
গঞ্জনা দিওনা মোরে,
কোমল এ প্রাণে মোর
সহিব না কঠিন আঘাত,
পুষ্প সম বক্ষে মোর
বাজে তব বজ্র সম বাণী!
জননী গো, ক্ষুধার্ত্ত যে আমি!

সোদা। রুটী খেয়ে যা—

পটলা। রুটী! রুটী!
রুটী আর নাহি রোচে মুখে;
এনে দাও মালাই কাবাব,
এনে দাও কালিয়া পোলাও,
মিহিদানা, দরবেশ, রাজভোগ, লবঙ্গলতিকা
তবে মোর তৃপ্ত হবে হিয়া।

সোদা। কেরাণীর ছেলের আবার সখ্ কত! সে বরাত কি আর করেছিস্ যে খাবি? বিরক্ত করিস্ নি পটলা—যা এখান থেকে।

পটলা। দু'টি পায়ে পড়ি মাগো
দাও মোরে শুধু তের আনা—

ছাড়িব না চরণ তোমার
যতক্ষণ দেহে রয় প্রাণ,
করো—মোরে করো পদাঘাত।

[হাঁটু গাড়িয়া পায়ের কাছে বসিল]

সোদা। ওরে ছাড়্—ছাড়্—

পট্লা। দাও তবে তের আনা—

সোদা। জ্বালিয়ে খেলিরে পট্লা, তুই একেবারে আমায় জ্বালিয়ে খেলি! দাঁড়া দেখি কত আছে। [আঁচল হইতে পয়সা বাহির করিয়া] এই দশ আনাই আঁচলে বাঁধা ছিল।

পট্লা। দশ আনাই দাও মোরে—
তিন আনা করিব ধার।

মাধুরী। আবার ধার করবি কেন? এই নে তিন আনা!

[আঁচল হইতে দিল]

পট্লা। উত্তম! উত্তম!
হ'লে প্রয়োজন
দিব বিসর্জন
এই তেরো আনা—
ঘোড়ার পিছনে।

[ফকির মত হস্তভঙ্গি করিতে করিতে পট্লার প্রস্থান]

মাধুরী। তোমার ঐ ধনুর্ধর ছেলে কি কাজে লাগ্‌বে বল্‌তে পারো না?

সোদা। ওরে মাধু, হাজার হোক্ ছেলে। নিশ্চয়ই একদিন রোজগার ক'রে টাকা এনে আমাকে দেবে?

মাধুরী। তুমি সেই আশাতেই ব'সে থাকো। পটলার ভবিষ্যৎ তুমি একেবারে নষ্ট করে দিলে মা।

সোদা। এখন ছেলে-মানুষ—তাই, বয়স কালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধুরী। এখন ছেলে-মানুষ বল কি মা! পটলা ছেলে-মানুষ, ওর বয়সী ছেলেরা যে সংসার চালাচ্ছে—!

সোদা। দেখিস্ মাধু, ওই পটলাই একদিন আমার কত ভাল ছেলে হ'য়ে দাঁড়াবে।

মাধুরী। ভালো হ'লেই ভালো। খারপটা কে আর চায় বলো মা! (প্রস্থান)

[নেপথ্যে বিধুবাবু—গিন্নী অগিন্নী]

[বিধুবাবুর প্রবেশ]

বিধু। আজ একটা সু-খবর তোমায় দেবো।

[মিণ্টুর প্রবেশ]

মিণ্টু। বাবা আমার জন্যে বিস্কুট এনেছো!

বিধু। হাঁ এনেছি, এই নাও! [বিস্কুট দিল] এখন এলি কেন? মাষ্টার মশাই আসেন নি।

মিণ্টু। আজ তিন দিন মাষ্টার মশাই আসেন নি। তিনি বলে গেছেন যে—মাইনে না পেলে তিনি আর পড়াবেন না।

বিধু। অ—। [মিণ্টুর প্রস্থান]

সোদা। কি একটা সুখবর বলছিলে যে—?

বিধু। কাল থেকে আমার অফিসে রবিনের চাকরি হবে।

সোদা। আহা খুব ভাল হ'য়েছে।

বিধু। আরও একটা খবর আছে গিন্নী—আমার মিনু মায়েরও কাল থেকে চাকরি হবে ঐ অফিসে।

সৌদা। ঠাকুর আমার তা'হলে মুখ তুলে চেয়েছে!

বিধু। তবে রবিনের চেয়ে মিনুর চাকরিটা হবে ভালো, মিনু হবে আমার সায়েবের প্রাইভেট সেক্রেটারী।

সৌদা। কত টাকা মাইনে?

বিধু। রবিনের একশো কুড়ি টাকা, আর মিনুর আড়াইশো টাকা।

সৌদা। যাক্ ভালই হ'য়েছে। কিন্তু, এখনি যে তোমাকে একবার ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে।

বিধু। অফিস থেকে আসতে-না-আসতেই ডাক্তারের বাড়ী যাও! কেন—পট্‌লা কোথায়?

সৌদা। পট্‌লা যে কি ছেলে তাতো তুমি জানই। কোনো কাজে কি তাকে পাওয়া যায়!

বিধু। কেন পাওয়া যায় না শুনি? তুমিই ত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছ। আমি তাকে শাসন করতে গেলে কি হ'বে—

সৌদা। এই দেখো, এখন সমস্ত তাল পড়ল আমার ওপর—

বিধু। নয়তো কি? বাড়ীতে ঢুকতে দিওনা, ওর খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দাও, দেখ্‌বে দুদিনে সোজা হয়ে যাবে—

সৌদা। পট্‌লা তোমার সেই ছেলেই কিনা—

বিধু। তারপর শুন্‌ছি, অল্প বয়সেই সে থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠেছে., গরীবের ঘরে ঘোড়া রোগ! বুঝবে গিন্নী—বুঝবে! পরে এর জন্যে তোমাকে আফ্‌শোষ করতে হ'বে!

সৌদা। আচ্ছা, আমাকে নিয়ে পড়্লে কেন বলতো ? আমি কি পটলাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি ?

বিধু। তুমি মা,—তুমি যদি ছেলেকে শাসন না কর্‌তে পারো. তা'হলে তো সে বয়ে যাবেই। আমি আর কতক্ষণ বাড়ী থাকি বলো না ? সেই কোন্ সকালে বেরুই আর বাড়ী ফিরি সন্ধ্যের সময়। যাক্, আমার আর কি বলো না ! এমনি করে' যে-কটা দিন চলে যায় !

সৌদা। এ সব কথা এখন ছাড়ো দিকি নি। ডাক্তারের বাড়ী যাওয়ার কি হবে ?

বিধু। হবে আর কি ? আমাকেই যেতে হবে। অদৃষ্টে যেটুকু দুর্ভোগ আছে, তাতো আমার ভুগ্‌তেই হবে। হাঁ—দেখো একবার রবিনকে ডেকে দাও তো।

সৌদা। রবিন চলে গেছে !

বিধু। কেন ?

সৌদা। কি জানি। ঠিকানাটা আমাকে দাও, ডাক্তারখানায় যাবার পথে রবিনকে খবরটা দিয়ে যাব। কই দাও—

[ঠিকানা দিল]

সৌদা। অ,—হাঁ ; এই নাও—

বিধু। আমি তাহ'লে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়ি—

[বিধুবাবু গমনোদ্যত,—বাহিরে কেষ্ট মুদি ডাকিতেছে]

(নেপথ্যে) কেষ্টমুদি। বিধু বাবু আছেন ? বিধু বাবু ?

বিধু। কে ! ভেতরে আসুন—

কেরাণীর জীবন

(কেষ্ট মুদির প্রবেশ)

কেষ্ট। খুব লোক যা হ'ক মশাই!

বিধু। বসুন—বসুন—

কেষ্ট। না না, আর বসব না। খুব হয়েছে থাক্। সকালে এক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেছি—জানেন! আপনার বড়ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠালাম—সেই যে সে বাড়ীতে ঢুক্‌লো—ব্যস্!

বিধু। হাঁ—সকালে পটলা অবশ্য আমাকে খবরটা দিয়ে এসেছিল—কিন্তু—

কেষ্ট। আমাদেরও ঘর-সংসার আছে জানেন মশাই; আমাদেরও কাচ্ছাবাচ্ছা রয়েছে। মাগ-ছেলেপুলেকে আমাদেরও খাওয়াতে হয়—এমনি হাওয়া খেয়ে তারা বাঁচে না—বলি আমাদের টাকাটা কোত্থেকে আসে—? আমাদের টাকাটা টাকা নয়—গোলাম কুচি—না?

বিধু। কি আশ্চর্য, হয়েছে কি! অত রাগ্‌ছেন কেন?

কেষ্ট। রাগ্‌ব না—বলেন কি মশাই! ধারে মুদিখানা থেকে মাল নিতে আপনারা তো ছাড়েন না! কিন্তু ধার শোধ করতে গেলেই আপনাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে—! ঢের ঢের লোক দেখেছি মশাই, কিন্তু আপনার মত এমন ভদ্দরলোক আমি আর কোথাও দেখিনি?

বিধু। আহা আপনার টাকা আমি ত আর মেরে পালিয়ে যাই নি—

কেষ্ট। ব্যস্—ঐ বাঁধা গদ। সকলের মুখেই ঐ এক কথা। তাহ'লে টাকার তাগাদা কার কাছে করি বলুন। এদিকে আমার সংসার চলে কি করে—মহাজনকে আমি টাকা দেবো কোত্থেকে—?

বিধু। আহা, আপনার পেলেই ত হ'ল।

কেষ্ট। "পেলেই ত হ'ল"—বলেই আপনি খালাস। আর কবে পাব মশাই। বাড়ীতে এসে ডেকে ডেকে সাড়া পাই না, রবিবারে আপনি বাড়ী থাকেন না, বাজারেও আপনাকে দেখতে পাই না, অপিস যাবার রাস্তাটাকেও আপনি পাল্‌টে ফেলেছেন, আর কোন্ অপিসে আপনি চাকরি করেন সে কথাও তো আপনি বলেন নি আমাকে যে, দিন রাত আপনার অপিসে গিয়ে আমি টাকা আদায় কর্‌বার জন্য হত্যে দেবো! আপনারা ভদ্রলোক, ধার করে লোককে ঠকিয়ে খেতে লজ্জা করে না আপনাদের ?

(মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। কি হ'য়েছে, আপনি আমার বাবাকে অপমান কর্‌ছেন কেন ?

কেষ্ট। আমার পাওনা টাকা উনি মিটিয়ে দিতে পারেন নি— তাই।

মাধুরী। টাকা মিটিয়ে দিতে পারেন নি ব'লে আপনি বাড়ী বয়ে এসে একজন ভদ্রলোককে অপমান কর্‌বেন ? (রাগিয়া)

কেষ্ট। বেশ তো, টাকা মিটিয়ে দিলেই আমি চলে যাই। তাগাদা ক'রে ক'রে তো এক পয়সাও আদায় কর্‌তে পার্‌লুম না। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে একেবারে বাড়ীর ভেতরে আস্‌তে হয়েছে।

মাধুরী। জানেন, আপনি বে-আইনি কাজ কর্‌ছেন। ইচ্ছে কর্‌লে আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি, যাক্ আপনার পাওনা কত ?

কেষ্ট। দেড়শো টাকা—

মাধুরী। বেশ মাসে মাসে আপনি দশ টাকা করে নিয়ে যাবেন। আর কিছু বল্‌বার আছে আপনার ?

কেষ্ট। না—

মাধুরী। এখন আসুন।

(কেষ্টর প্রস্থান)

মাধুরী। আচ্ছা বাবা, লজ্জা করে না তোমার, একজন লোক তোমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তোমাকে অপমান করে যাচ্ছে আর তুমি মুখ বুজে তাই সহ্য কর্‌ছো!

বিধু। কি করি বল মা, ওর তো কোনও দোষ নেই। দোষ আমার অদৃষ্টের।

মাধুরী। রাস্তায় ধরে যদি মারে—কি কর্‌বে?

বিধু। মার সহ্য করবো।

মাধুরী। কেন?

বিধু। কেরাণী বলে—আমাদের আবার মান আর অপমান—

মাধুরী। সামনের মাসে মাইনে পেয়ে দশটি টাকা আমাকে দেবে।

বিধু। আচ্ছা মা, তাই হবে। ওরে মাধু, তুই যদি আমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস! আমি যাই মা—আমি ডাক্তারের কাছে যাই। যাক্‌, এমনি করে যে কটা দিন চলে যায়!

[প্রস্থান]

(দালান দ্বিতল)

মিনুর গান—

আমি হ'তাম যদি নীল যমুনা

কৃষ্ণ ভগবান্‌,

জোয়ারেতে ভাসিয়ে দিতাম
শুনিয়ে তোমায় গান !
রাঙা দুটি চরণ-তলে
লুটিয়ে প্রণাম কর্‌ব বলে,
ঢেউ এর নূপুর পরিয়ে দিয়ে
চেয়ে নিতাম প্রাণ।
মেঘের ময়ূর ছড়িয়ে দিত
রামধনু রঙ পাখা,
শ্যামের হাসি থাক্‌ত রাধার
মন-যমুনায় ঢাকা।
তুমি আমায় বুকে তুলে
অকুল থেকে ফেল্‌তে কুলে,
আবার বেঁধে বাহুডোরে
ভাঙতে অভিমান।

বুলু। ওঃ! প্রাণ খুলে গাওয়া হচ্ছে, আজ আর আনন্দ ধরে না দেখ্‌ছি!

মিনু। কেন, এতে আবার আনন্দের কি দেখ্‌লি!

বুলু। আনন্দ নয়! এক অফিসে দু'জনে মিলে বসে বসে কাজ কর্‌বে!

মিনু। আচ্ছা বুলু, তোর এতে আনন্দ হচ্ছে না!

বুলু। নিশ্চয়ই। একই অফিসে চাকরি কর্‌বে, যখন দেখ্‌বার ইচ্ছে হবে দেখ্‌বে, যখন কথা বলবার ইচ্ছে হবে কথা বল্‌বে, এতে আর কার না আনন্দ হয় বলো!

মিনু। (হাসিয়া) আবার তুই আমার পেছনে লাগছিস্?

বুলু। (মিনুকে জড়াইয়া) সত্যি কথা বল্ তো মেজদি—তোর মনে এখন কি হচ্ছে?

মিনু। ওরে ছাড়্—ছাড়্, কি দুষ্ট মেয়ে বাবা!

বুলু। তোর গানখানা খুব ভালো।

মিনু। কার লেখা জানিস্—রবিনদা'র!

বুলু। ও—রবিনদা'র! তাই মনের আনন্দে গাওয়া হচ্ছে! ও মেজদি, আমাকে গানটা শিখিয়ে দে না! (আবদার)

(মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। গান শিখে সব হবে। তুই যে এখনও পড়্তে বসিস্ নি? ম্যাট্রিক পরীক্ষা তো এসে গেল! (বুলুকে)

বুলু। ঠিক পাশ করে যাবো, তুমি ভাব্ছ কেন দিদি!

মাধুরী। দিন রাত আড্ডা—আর আড্ডা! অথচ আমরাও তো মায়ের মেয়ে ছিলুম, আমরাও তো লেখাপড়া করেছি।—

মিনু। এখন বুঝি আর তুমি মায়ের মেয়ে নও? (হাসিয়া)

বুলু। না, বড়দি বাপের মেয়ে। (হাসিয়া)

মাধুরী। তোরা থাম্ বাপু। কথায় কোনও একটু খুঁত পেলেই হল—অমনি ধরা চাই—

বুলু। একটু আগে আড়াল থেকে দেখ্ছিলুম—জানো মেজদি, বড়দি যখন কেষ্ট মুদীকে বক্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল—যেন পড়া তৈরী না কর্‌বার অপরাধে এবং মার খাবার ভয়ে ছাত্র মাষ্টারের মুখের দিকে চেয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে!

মাধুরী। বাজে কথা ছাড়্। মিনু, ভগবান আমাদের ওপর একটু প্রসন্ন হয়েছেন।

মিনু। কেন দিদি ?

মাধুরী। কাল থেকে বাবার অফিসে, তোর আর রবিনের চাকরী হবে।

বুলু। জানি গো জানি, এ আর নতুন খবর কি ? এ খবর আমরা আগেই মার কাছে পেয়েছি।

মাধুরী। তবে রবিনের মাইনে তোর চেয়ে অনেক কম। তুই পাবি ২৫০৲ ও পাবে ১২০৲। (মিনুকে)

বুলু। তাও কি কখনো হয় ? রবিনদা বই লিখতে পারেন, গান লিখতে পারেন—আর রবিনদার মাইনে কম ! বাবা বড় এক চোখো !

মিনু। সত্যি কথা ; এটা বড় অন্যায়। একজন আই-এ পাশ করে পাবে আড়াইশ টাকা, আর একজন এম-এস- সি.পাশ করে পাবে একশো কুড়ি টাকা—চমৎকার ! অফিসের Dictioneryতে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই—কি বল দিদি ?

মাধুরী। অফিসারের মর্জি। বাবার তো আর এর মধ্যে কিছু হাত নেই। তুই চাকরী করতে ঢুকলে তবু ধার দেনা শোধ হয়।

মিনু। যে কেরাণী-জীবনকে এত ঘেন্না করতুম দিদি, ইচ্ছে করে সেই জীবনটাকেই আমি বেছে নেব ?

মাধুরী। কি করবি বোন। সবই অদৃষ্ট ! ভাইটি তো আর মানুষ হলো না ! আদর দিয়ে দিয়ে পটলার মাথাটাকে মা একদম খেয়ে দিয়েছে।

মিনু। বলেই বা কি হবে এখন ? ছেলেবেলা থেকে রাশ আলগা করে এখন যদি টানতে চাও, সেটা তোমাদের বোকামি।

মাধুরী। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। তাড়িয়ে দিক বাড়ী থেকে। অমন ছেলের মুখ দেখা উচিত নয়। আমিও বাবাকে বলতে পারি না—পাছে মা মনে দুঃখ করেন।

মিনু। বাবাকে শুনিয়েই বা লাভ কি? তাঁকে কষ্ট দেওয়া বইতো আর কিছু নয়।

[পট্‌লা টলিতে টলিতে মাতালের মত প্রবেশ করিল]

পট্‌লা। মা—মা—

মাধুরী। উন্নতি হ'য়েছে দেখ্‌ছি। তুই নেশা কর্‌তে শিখেছিস্‌। বেরো হতভাগা, বেরো এখান থেকে! কাল সারারাত যে চুলোয় ছিলি সেইখানেই থাক্‌গে যা!

মিনু। চল্‌ বুলু—আমরা এখান থেকে যাই।

[মিনু এবং বুলুর প্রস্থান]

পট্‌লা। মা—মাগো—

মাধুরী। বেরো, বেরো এখান থেকে। মা এ ঘরে নেই।

পট্‌ট্‌লা। কে বড়দি—

মাধুরী। তোমার যম। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো এখুনি। মাত্‌লামো করবার জায়গা পাওনি?

পট্‌লা। কেন বক্‌ছ বড়দি? আশীর্বাদ কর যেন আমি বংশের নাম রাখতে পারি।

মাধুরী। হাঁরে পোড়ার মুখো—এত লোক মরে, তুই মরিস্‌ নি?

পট্‌লা। আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে না দিদি? ঠিক তো—সত্যি কথা বল্‌চ?

মাধুরী। তুই দূর হ এখান থেকে; ঘাটের মড়া কোথাকার—

পটলা। শোন, শোন বড়দি! কি প্লেই করেছি দিদি! আগুন ছুটিয়ে দিয়েছি। এ্যামেচার ক্লাবে আজ পরেশ মুখুয্যের নাম কে না জানে? সাজাহানে সাজাহান, চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, প্রফুল্লতে যোগেশ, মিশর-কুমারীতে আবন, P. W. D.তে মিঃ সেন, প্রতাপাদিত্যে রডা—একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। অভিনয়ের ধারাকে আমি একেবারে বদলে দিয়েছি। Blank Verse বলব গদ্যের মতন, তাতে কোনও সুর থাকবে না; আর Social Dramaয় প্লে কর্‌ব খুব Natural। মানে হাততালি-মার্কা Acting তোমরা সহজে আমার কাছে পাবে না।

মাধুরী। আমি কি তোর Actingএর ইতিহাস শুনতে চাইছি?

পটলা। Actingএর তোমরা বোঝ কি? Dialogue পেলেই অমনি কেঁদে কোকিয়ে টেনে হিঁচড়ে Clap তোল্‌বার চেষ্টা!

মাধুরী। এতটা অধঃপতন হ'য়েছে তোর! কি বংশের ছেলে তুই! আর তুই কিনা অসৎ সংসর্গে মিশে নেশা ভাঙ করতে সুরু করেছিস্! হতভাগা, বাঁদর কোথাকার—লজ্জা ক'রে না তোর নেশা করে বাড়ী ঢুক্‌তে! অনেক সহ্য করেছি—আর নয়। বাবা এলে আমি তোর সব গুণের কথা বলে দেবো।

[মাধুরীর প্রস্থান]

পটলা। চলে গেল! চলে গেল—।

যাক্—যাক্—

একে একে সকলেই যাবে।

রাম যাবে, শ্যাম যাবে, যদু যাবে,

যাইবে সকলে,—

সাগর তরঙ্গ সম
এক আসে, এক চলে যায়,
অন্তহীন কালের প্রবাহে।
এ পৃথিবী রেস-কোর্স যেন,
আশা তার—ছুটিতেছে ঘোড়া,
মোরা কেহ বসে আছি জকি,
কেহ মোরা ট্রেনার, মালিক।
বাকি যারা বসে আছে—
কেহ বুকি, কেহ বা পাণ্টার।
এক আসে, এক যায়
কেউ জেতে, কেউ হারে বাজি,
কেহ রাজা কেহ বা ফকির।
আমি ?
আমি একা প্লেয়ার মাতাল
ঘুরি ফিরি আনাচে কানাচে
ওৎ পেতে সুযোগের লাগি
মেলাতে ট্রিবল-টোট !
Luck মোর করিলে Favour
ক্যাণ্টার করিবে মোর ঘোড়া !

[পড়িয়া গেল]

মাধুরী। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হল ? পটলা—পটলা—মা – মা—

[বিধুবাবু ও ডাক্তার আসিল]

বিধু। ওরে মাধু ? ডাক্তারবাবু এসেছেন—

মাধুরী। বাবা !—পটলা—

বিধু। এঁ্যা! কি হয়েছে, পড়ে কেন? দেখতো—দেখতো ডাক্তার। (ডাক্তার ছুটিয়া গিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল) আঃ! এ আবার কি বিপদ হল! (চাঞ্চল্য)

ডাক্তার। ভাব্‌নার কিছু নেই। একটু Drink ক'রেছে কিনা, তাই।

(বিধুবাবুর ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ, বিস্ময়)

বিধু। এ্যাঃ! বল কি ডাক্তার! Drink করেছে! (Action) জল নেই, ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, ছেলেমেয়েদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন মুখে তুলে দেবার জন্যে আমি হাড়ভাঙ্গা খাট্‌ছি; ঘরে বাইরে কত অপমান, কত হীনতা সহ্য কর্‌ছি; আর—আর—আমারই ছেলে আজ মদ খেতে সুরু করেছে! তাড়িয়ে দে মাধু, ওকে তাড়িয়ে দে বাড়ী থেকে। ও ছেলে আমার বংশের কলঙ্ক। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না। আমি মনে করব পট্‌লা আমার মরে গেছে— পট্‌লা মরে গেছে।

[বিধুবাবু পড়িয়া গেলেন। সৌদামিনী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন]

মাধুরী। বাবা! পট্‌লার মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে!

বিধু। রক্ত! রক্ত! একটু ভাল ক'রে দেখো ডাক্তার, বুকটা একবার ভাল ক'রে দেখো। (অত্যধিক চঞ্চল হইয়া পড়িলেন অপত্যস্নেহে)

[ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল]

ডাক্তার। আমার মনে হয় Lungsটা একবার X-Ray করালে ভাল হয়।

বিধু। X-Ray! X-Ray করতে হবে! X-Ray!

[বিধুবাবু কাঁপিতেছেন]

ডাক্তার। হ্যাঁ, ভাল হয়।

বিধু। তবে আমি যা ভয় করছিলুম তাই। থাইসিস্! পটলা—ওরে তুই যে আমার ডান হাত, তোর ওপর যে আমার আশা ছিল অনেক! ভগবান এ তুমি আমার কি করলে!

(ড্রপ)

৩।১

অফিস রুম

সত্যেন। রবিনবাবু দেখতে দেখতে এখানে আপনার এক বছর চাকরী হয়ে গেল—কি বলুন?

রবিন। হ্যাঁ—সময় তো আর কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না।

ভানু। বিধুবাবু আছেন কেমন?

রবিন। ডাক্তার বলছেন ওঁর এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়ছে না।

ভানু। অসুখটা কি?

রবিন। ছিল নিউমোনিয়া—তার থেকে হল টাইফয়েড, টাইফয়েড থেকে এখন আবার অন্য অসুখে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিজেন। আহা, তিন তিনটে মাস ভদ্রলোক একনাগাড়ে ভুগছেন, বেশ ভাল ডাক্তারকে দিয়ে দেখান হচ্ছে তো?

রবিন। আপনি আমাকে হাসালেন দ্বিজেনবাবু।

দ্বিজেন। কেন?

রবিন। গরীব কেরাণী। বড় ডাক্তারকে দিয়ে দেখাবার পয়সা কোথায়? তাছাড়া অফিস এখন বিধুবাবুর Payment stop করে দিয়েছে।

দ্বিজেন। বলো কি রবিনদা। একুশ বছরের চাকরি তবুও—

ভানু। বেশীর ভাগ অফিসার সাধারণ কেরাণীকে ভাবেন কুকুর শেয়াল।

দ্বিজেন। কিন্তু এই সমস্ত শেয়াল কুকুর যদি Regular ষড়যন্ত্র করে এক সঙ্গে ক্ষেপে ওঠে, তখন তাদের রোখা মুস্কিল।

সত্যেন। পাগলা কুকুর আর পাগলা শেয়ালের কামড় বাবা—বড় চারটিখানি কথা নয়! যাকে কামড়াবে তাকেও পাগল করে ছাড়বে।

দ্বিজেন। তারপর মৃগী রোগ ভায়া বুঝলে—একবার ধর্‌লে আর সহজে ছাড়্‌ছে না!

ভানু। একটা কড়া Dialogue দিয়েছে মাইরী। মৃগী রোগের ওষুধ কি জানিস্? ছেঁড়া জুতো। আচ্ছা ভাই—কেরাণীদের সুখের দিন কোন্‌টা?

সত্যেন। কেন, মাইনের দিন। মাইনে পেলে আমিই বা কে আর King Learই বা কে। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ? First week এর মধ্যে সব টাকা কপ্পূরের মত উড়ে যায়! আমাদের আবার জীবন—তার আবার সুখ।

দ্বিজেন। হাঁ সত্যেনদা? বড়বাবু এখান থেকে মাইনে কত পেতেন?

সত্যেন। সাড়ে তিনশ টাকা।

ভানু। তাতে আর কি হয় বল? এ সম্বন্ধে আমি একটা কবিতা লিখেছি শুন্‌বে?

সত্যেন। পড়ো—

ভানু। চাকরী করি তবু যে হায় মেটেনা মোর দৈন্য
গিন্নি আনেন বছর বছর নিত্য নূতন সৈন্য !
কাঁচা বাজার দুটী টাকার থৈ পায় না নিত্য
সংসারেতে কিছুই আমার থাকে না উদ্বৃত্ত।
পাঁচ সিকিতে আলু, পটল, বেগুন, চ্যাঁড়স, উচ্ছে—
(আর) বার আনা খরচ করি কাটা পোনার পুচ্ছে !
তার ওপরে ধোপা, নাপিত, ভেজাল ঘৃত তৈল
র‍্যাশান বাবদ তিরিশ টাকা, সঙ্গে জোড়া রইলো।
তার ওপরে জ্যাকেট ব্লাউজ, তৈরী করে দর্জি,
আর কুটুম্বদের যাওয়া আসা, যখন যেমন মর্জি !
ক্যাবলা, ভোঁদা, হ্যাপ্‌লা, পড়ে মাষ্টারে চায় মাইনে,
হবে হবে, মিটিয়ে দেব, পালিয়ে তো আর যাইনে !
এই তো আমাদের জীবন !

সত্যেন। না, বেঁচে আর আমাদের কোন সুখ নেই।

ভানু। কেমন হয়েছে কবিতাটি ?

রবিন। চমৎকার ! কবিতাটি শুনে আমরা সবাই হাসছি, অথচ — এটা আমাদের বোঝা উচিত, যে হাসির কবিতা তুমি মোটেই লেখনি — দুঃখকে তুমি হাসির আবরণে ঢেকে দিয়েছো। আমাদের বোকামির ওপর বেশ একচোট চাবুক চালিয়েছ ভানু !

(কাঁদিতে কাঁদিতে হলধর আসিল)

রবিন। কি রে ! কি হল !

হলধর। বাবু, দেশ থেকে টেলিগেরাম এসেছে আমার মায়ের খুব অসুখ। তিনি আর বাঁচবে না। সায়েবের কাছে গেলাম ছুটির জন্যে,

ছুটি মঞ্জুর হল না! আমার মা মরে গেলে আমি আর তাকে দেখতে পাবনা বাবু!

সত্যেন। একি অন্যায় জুলুম বলতো? ওর মা মারা যাচ্ছে অথচ ওকে ছুটি দেবে না!

ভানু। এমন চাকরী করিস কেন? যা, চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যা!

হলধর। আমার মা—মাকে আমি আর দেখতে পাবনা! (ক্রন্দন)

সত্যেন। ছুটি না নিয়েই দেশে চলে যা; তারপর ফিরে এসে একটা ডাক্তার Certificate দিয়ে দিবি।

রবিন। ছুটি নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে তো অনেক ভাবেই নেওয়া যায়; কিন্তু সেইটেই তো আসল কথা নয়। আমার কথা হচ্ছে অন্যায় জুলুম হবে কেন।

দ্বিজেন। কি করবেন?

রবিন। প্রতিবাদ করুন। আপনারা ঐ মিঃ গুহকে এখনো বরদাস্ত করছেন?

ভানু। উপায়?

রবিন। Joint application। ওর Against এ একটা দরখাস্ত লিখে, ওপরওলাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

সত্যেন। সেখানেও বিপদ। ওপরওলাদের Order আছে সমস্ত চিঠি যাওয়া চাই Through proper channel। Through proper channelএ দেবো, চিঠি এখানে চাপা পড়ে থাকবে। তারপর চলে যাবে Waste paper basketএ। তারপর মুদীর দোকানে আবার তাই দিয়ে ঠোঙ্গা তৈরী হবে!

রবিন। বলেন কি মশাই! এ যে দেখছি অক্টোপাশ!

ভানু। বলি Brother—তুমি আছ কোথায়?

রবিন। সত্যেনদা; আপনি একবার যান্না সায়েবের কাছে। আপনি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্লে, ওর ছুটি মঞ্জুর হতে পারে।

দ্বিজেন। বড়সায়েব থাকলেও না হয় কথা ছিল। তিনি তো বদ্‌লি হয়ে গেছেন দিল্লীতে।

সত্যেন। তাহলে এখন উপায়? এ সময় বড়বাবু থাক্‌লেও খুব কাজ হোত।

ভানু। সত্যি কথা—বিধুবাবু পরের দুঃখে সব সময় বুক পেতে দাঁড়াতেন। যে কোনও সায়েবই থাকনা কেন, বিধুবাবু থাকলে হলধরের ছুটি ঠিক মঞ্জুর করিয়ে নিতেন। ওর বরাৎ খারাপ; বিধুবাবু অসুখে পড়ে, বড় সায়েবও Transfer হয়ে গেছেন।

সত্যেন। ব্রাদার. বারিদবরণ গুহকে তুমি জাননা! এইতো সবে এক বছর এসেছো, আরও ছ'মাস যাক তখন ওকে চিন্‌বে। ঐ বারিদবরণ আমাদের অফিসে এসে বহুলোকের চাকরী খেয়েছে। বহু ভদ্র-মহিলার সর্বনাশ করেছে—আর Retrenchment আরম্ভ হল তো ওরই জন্যে। Heavy retrenchment দেখিয়ে, next promotionএর পথটা Clear করে রাখ্‌লো। না ভাই, আমি ওর কাছে যেতে পারব না। অফিসে চাকরী করে কে ভাই অফিসারের বিরাগ-ভাজন হতে চায়? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া—সেটা কি সম্ভব?

রবিন। কাঁদিস্‌নে হলধর। তুই আয় আমার সঙ্গে।

সত্যেন। একটু তৈরী হয়ে যেও ভাই—

রবিন। দেখুন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরদিন সংগ্রাম করে যাব, তা সে যেখানেই হোক্ না কেন? অফিসেই হোক, ঘরেই হোক, আর বাইরেই হোক! আয়— (হলধর ও রবিনের প্রস্থান)

ভানু। নতুন চাকরিতে ঢুকেছে কিনা, তাই Student-life-এর গরমটা এখনো কাটেনি! সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে! এই বারোটা বছর অনেক কিছু দেখ্‌লুম ভায়া! বলে—"কত গেলো রথারথি—

শ্যাওড়া তলায় চক্রবর্তী।"

(সকলে কাজে মন দিল)

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

৩।২

মিঃ গুহের অফিস রুম

(টেবিলের কাছে মিঃ গুহ ও মিনু বসিয়া আছে)

মিঃ গুহ। তা হলে আপনি গাইতেও পারেন—কি বলুন?

মিনু। সামান্যই।

মিঃ গুহ। Dance?

মিনু। আমার ছোট বোন বুলু খুব ভালো নাচ্‌তে পারে।

মিঃ গুহ। I see! বিধুবাবুর খুব Fine test আছে বল্‌তে হবে তো!

মিনু। বাবার চেয়ে মায়েরই এ সব দিকে Test বেশি।

মিঃ গুহ। Good! অবশ্য General Education নেবার সঙ্গে সঙ্গে Fine Art নিয়েও Culture করা দরকার।

মিনু। মা আর আমি ঠিক সেই কথাই বলি। General Education

কম হ'লেও তেমন কিছু এসে যায় না! কিন্তু Fine Artকে যদি দূরে রাখা হয় তা'হলে Life এর সমস্ত Sweetness নষ্ট হয়ে যায়।

মিঃ গুহ। Wonderful. আপনি নিজেও তো খুব Sweet দেখছি। আর আপনার Idea খুব artistic!

মিন্থ। এই দেখুন না, পৃথিবীর সাধারণ নাগরিকগণ হয়তো Calcutta Universityর Chancellor-এর নাম নাও জানতে পারেন, কিন্তু উদয়শঙ্কর, বা পল রবসনের নাম কারো অজানা নয়।

মিঃ গুহ। অনেক খবর রাখেন তো আপনি!

মিন্থ। যাই এবারে কাজ করি।

মিঃ গুহ। বসুন। বসুন। ঐ তো সামান্য কখানা চিঠি। বসুন আপনার সঙ্গে আরও একটু গল্প করা যাক্। বেশ লাগে, আপনাকে!

মিন্থ। তাই নাকি!

মিঃ গুহ। সত্যি খুব ভাল লাগে আপনাকে। Very intelligent। অফিসে তো আরও অনেক Lady clerk রয়েছেন কিন্তু আপনার মত কেউ নয়।

মিন্থ। আমিও ঠিক তাঁদের মত নই—তাই না?

মিঃ গুহ। আমিও তো আপনাকে সেই কথাই বলছি।

মিন্থ। না-না, আমি বলছি তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত Qualification আছে, আমার মধ্যে তা নাও থাকতে পারে।

মিঃ গুহ। You are far beyond the reach of criticism। আপনার আসন সমালোচনার অনেক ওপরে।

মিন্থ। কি যে বলেন আপনি!

মিঃ গুহ। সত্যি কথাই বল্‌ছি। এই এক বছরের মধ্যে আপনি যে রকম কাজ দেখিয়েছেন আমি তা আশা করিনি।

মিনু। কাজ আপনি আমাকে করতে দেন কখন—বেশতো! আমার সমস্ত চিঠির উত্তর তো আপনি তো অন্য Clerkকে দিয়ে করিয়ে নেন। আমি শুধু আপনার সঙ্গে গল্প করি, বই পড়ি, আর বাড়ী যাই।

মিঃ গুহ। না—না, Capacity রয়েছে আপনার—

মিনু। তাই নাকি।

মিঃ গুহ। তাইতো আপনাকে এত ভাল লাগে। মিস্ মুখার্জী, I like you much. You are my Paradise, you are my Dream of dreams! (মিঃ গুহ মিনুর কাছে আসিল)

মিনু। Mr. Guha, please be sensible.

মিঃ গুহ। মিনু, Don't be so unkind, don't be so rude. I want you—I want you as my—(মিঃ গুহ মিনুর হাত চাপিয়া ধরিল)

(সঙ্গে সঙ্গে রবিনের প্রবেশ, পিছনে হলধর)

মিঃ গুহ। What do you want? Get out—Get out I say.

রবিন। দেখুন— (শালিনতা এবং ব্যক্তিত্ব লইয়া)

মিঃ গুহ। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান এখান থেকে। বাইরে আমার Orderly আছে, তার হাত দিয়ে Slip পাঠিয়ে দেন নি কেন?

রবিন। উচিত মনে করিনি তাই।

মিঃ গুহ। What!

রবিন। চেঁচাবেন পরে, আগে আমার কথা শুনুন।

মিঃ গুহ। আমি তোমার কোনও কথাই শুনব না।

রবিন। বেশ, আমি তা'হলে চল্‌লাম আপনার ওপরওলার কাছে— (গমনোদ্যত)

মিঃ গুহ। শোনো। (ঘুরিয়া)

রবিন। বলুন।

মিঃ গুহ। কি বলতে চাও?

রবিন। হলধরের মায়ের খুব অসুখ। দেশ থেকে ওর টেলিগ্রাম এসেছে। ওকে যদি ছুটি দেন, ওর কাজটা আমিই চালিয়ে নোবো।

মিঃ গুহ। No, No, No, ছুটী আমি কিছুতেই দোবো না।

রবিন। বেশ, দেবেন না। (গমনোদ্যত)

মিঃ গুহ। শোনো।

রবিন। বলুন। (আবার ফিরিয়া)

মিঃ গুহ। তুমি যে বড়ো আমায় ভয় দেখাচ্ছো! What's your big idea? তুমি জানো, অসম্ভবকে আমি সম্ভব করতে পারি! তুমি জানো, A single stroke of my pen can debar you from any office throughout the whole sphere of your life?

রবিন। আপনার বোধ হয় Blood Pressure হয়েছে!

(সঙ্গে সঙ্গে)

মিঃ গুহ। What!

রবিন। Treatment করান! খুব খারাপ অসুখ কিনা! আয় হলধর— (গমনোদ্যত)

মিঃ গুহ। দাঁড়াও।

রবিন। তিনবার তো ডাক্‌লেন। বলুন। এবার আপনি 'চলে যেতে'—না বলা পর্যন্ত—আর যাব না। Chairটায় বস্‌তে পারি? অবশ্য আপনার অনুমতি নিয়ে—

(উত্তর পাইবার পূর্বেই চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

মিঃ গুহ। Sit down.

রবিন। এই দেখুন Telegram। সত্যিই ওর মায়ের খুব অসুখ। আপনার অফিসের কোনও কাজ আট্‌কাবে না। আপনি ওকে সহজেই ছুটি দিতে পারেন।

মিঃ গুহ। ওকে যদি ছুটি দিই, সে জায়গায়তো আর আমি অন্য লোককে Replace ক'রতে পার্‌ছি না। বাবুদের জন্য জল তুলবে কে?

রবিন। কেন—আমি।

মিঃ গুহ। বাবুদের ফাই ফরমাজ খাটবে কে?

রবিন। কেন—আমি। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, যাতে ওর কাজ না আটকায় সে ব্যবস্থা আমরা কর্‌ব।

মিঃ গুহ। কতদিনের ছুটি চায়?

রবিন। কতদিন রে?

হলধর। তিন হপ্তা।

মিঃ গুহ। Where's the application?

রবিন। দরখাস্ত এনেছিস্?

(হলধর রবিনকে দরখাস্ত দিল। রবিন মিঃ গুহের টেবিলে দরখাস্ত রাখিল। মিঃ গুহ—তাহাতে সই করিয়া ফেলিয়া দিলেন)

রবিন। কাল থেকে তোর ছুটি। আচ্ছা চলি তাহলে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে—অনুরোধটা আপনি রেখেছেন।

[রবিন উঠিল, হলধর প্রস্থান করিল]

মিঃ গুহ। Get out.

রবিন। যাবার জন্যেইতো উঠে দাঁড়িয়েছি।

মিনু। রবিনদা,—রবিনদা,—রবিনদা,—তুমি যে বড় আমাদের বাড়ী যাও না? [মিনু রবিনের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল]

রবিন। এম্‌নি।

মিনু। বাবার খুব অসুখ—

রবিন। জানি—

মিনু। বাবা তোমাকে ডেকেছেন—

রবিন। আচ্ছা— [রবিনের প্রস্থান]

মিনু। এ আপনি কি কর্‌লেন বলুন তো? হয়তো রবিনদা দেখে ফেলেছেন, তাই আমার সঙ্গে আর ভাল ক'রে কথা বল্‌লো না।

(মিঃ গুহকে)

মিঃ গুহ। দেখে ফেল্‌লেই বা হ'য়েছে কি? আমি তো আর অন্যায় এমন কিছু করিনি। সায়েবরা যে Courtship করে!

মিনু। Don't talk nonsense! আপনি আমার এই Slipper দেখছেন, further আপনার কাছ থেকে একটি মাত্র অপমান-জনক কথা শুন্‌লে, আমি এটিকে কাজে লাগাবো। ভদ্রতার সীমা আপনি ছাড়িয়ে উঠেছেন। [মিনুর মুখ রাগে আরক্তিম হইয়াছে]

মিঃ গুহ। কেন আমি তো আপনাকে অসম্মান করিনি।

মিনু। বাজে বকবেন না। কাল থেকে আমাকে এ রুম থেকে ট্রান্‌স্‌ফার ক'রে দেবেন, তা না—হ'লে আপনার সম্বন্ধে আমি Higher Authorityর কাছে Report কর্‌তে বাধ্য হব!

মিঃ গুহ। Office girlদের আবার Prestige! চাক্‌রিটা আমিই করে দিয়েছিলাম—

মিনু। সেইজন্মেই দিনের পর দিন আমি আপনার বাঁদরামি সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়, আমি কালই এ রুম থেকে ট্রান্সফার হতে চাই—

মিঃ গুহ। As you like it Madam। কাল থেকে আমি মিসেস্ সেনকে আমার কাছে আন্‌ব, আর আপনি কাজ কর্‌বেন Despatch Section-এ।

মিনু। আমার মাথা ধরেছে। আমি এখন বাড়ী যেতে চাই।

মিঃ গুহ। যেতে পারেন।

(মিনু ভ্যানিটি ব্যাগ লইয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। Tableএর ওপর পা তুলিয়া দিয়া মিঃ গুহ ধেঁায়া ছাড়িতে লাগিলেন।)

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

৬।৩

— দ্বিতলের দালান —

(একটি চেয়ার এবং টেবিল আছে। মিনু টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে।)

বুলু। মেজদি কখন এলি ভাই। আর এত সকালে সকালে যে মেজদি! কি হ'য়েছে! শরীর খারাপ?

(বুলু মিনুর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল)

বুলু। মেজদি কাঁদছ? কেন? কি হ'য়েছে?

মিনু। কিছু না।

বুলু। লক্ষীটি আমায় বলো না কি হ'য়েছে?

(মিনু মাথা উঠাইল। চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইতেছে)

মিনু। পুরুষরা সব স্বার্থপর, বদ্‌মাইস্, বেইমান।

বুলু। কেন! কি হ'য়েছে!

মিনু। কিছু নয়।

বুলু। বল্‌বে না তো? বেশ—আড়ি, আড়ি, আড়ি। আমি আর তোমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করব না।

মিনু। আজকে আমি খুব অপমানিত হ'য়েছি।

বুলু। কেন!

মিনু। চাকরি আমি আর করব না।

বুলু। কি বল্‌ছ তুমি! তোমার রোজগারের টাকায় কোনো রকমে আজ আমাদের সংসার চল্‌ছে! ডাক্তারবাবু বলে গেলেন দাদার অবস্থা খুব খারাপ। বাবার সম্বন্ধেও ভরসা করে কিছু বলা যায় না, মায়ের গয়নাগাটিও সব বাঁধা পড়েছে একে একে, এখন তোমার ঐ আড়াইশো টাকা আমাদের একমাত্র সম্বল। তুমি চাক্‌রি ছেড়ে দিলে আমরা খাব কি, সংসার চল্‌বে কি করে?

মিনু। এ্যাঃ! হাঁ, ঠিক কথাই ব'লেছিস্ তুই। চাক্‌রি আমি ছাড়্‌ব না।

বুলু। এদিকে আবার বাড়ী ভাড়া পড়ে গেছে বলে কোর্ট থেকে নোটিশ দিয়েছে, বাড়ী আমাদের খালি ক'রে দিতে হবে।

মিনু। তাই নাকি!

বুলু। হাঁ, বিপদের উপর বিপদ যাচ্ছে। তোমাকে আমরা কোনো কথা কি শোনাই?

মিনু। তাহ'লে এখন উপায়?

বুলু। ভগবান যা হ'ক একটা পথ ক'রে দেবেন। হাঁ, তোমার কি হ'য়েছে বল্‌লে না তো?

মিনু। তুই ছেলে মানুষ কি শুন্‌বি বল্‌তো?

বুলু। বল্‌না মেজদি— (আব্দার)

মিনু। আমার অফিসার মিঃ গুহ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যা তা কথা আমাকে বল্‌ছিলেন আমার হাত দুটো ধরে, আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ রবিনদা ঢুকে পড়লেন সেই ঘরে। রবিনদা আমাকে কি মনে কর্‌লেন বল্‌তো ?

বুলু। তুই কেন যা তা কথা বলবার সুযোগ দিলি ? (রাগ)

মিনু। আমি কি জানতুম যে কথা কইতে কইতে হঠাৎ কোনো ভদ্রলোক—

বুলু। ভদ্রলোক—না ছাই। জুতো দিয়ে মার্‌তে পার্‌লি নি ?

(রাগ)

মিনু। 'জুতো মার্‌ব' যখন মুখে বলেছি, তখন সেটা জুতো মারবারই সমান।

বুলু। তুমি মেজদি খুব "ড্যাসিং" নও। বড়দি কিন্তু এসব দিকে ভারি "এক্সপার্ট"।

মিনু। (মুখ তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) ইস্‌—অহংকারে মট্‌ মট্‌ কর্‌ছে।

বুলু। কে ভাই ?

মিনু। কে আবার ? রবিনদা। তিনটি ব্যাক্যের তিন কথায় উত্তর দিয়ে গেল। একটা হচ্ছে "এমনি", আর একটা "জানি", আর শেষের কথা হ'ল "আচ্ছা"। উঃ, কি অহংকার! ও মনে করেছে—আমি মিঃ গুহের ভালবাসায় পড়েছি। পুরুষরা ভয়ংকর Jealous। কি হ'ল, কেন হ'ল, কারণটা কিছুই জান্‌তে চাইবে না। চোখের সামনে একটা কিছু দেখ্‌লেই হ'ল,—ব্যস্‌—অম্‌নি একটা ধারণা ক'রে বসে রইল।

বুলু। রবিনদা এলে আমি বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠিক ক'রে দোবো এখন। ওমা এইজন্যে তুমি কাঁদছ! ছি, ছি, তুমি এতখানি Weak। দাঁড়াও রবিনদা আসুন একবার, আমি বলে দিচ্ছি তোমার কীর্তি।

মিনু। হাঁরে, কি বলছিলি? ডাক্তারবাবু কি বলে গেলেন?

বুলু। বল্লেন—দাদার অবস্থা খুব খারাপ। Lungsটা একবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে।

মিনু। বলিস্ কি রে! আর বাবার সম্বন্ধে কি বলে গেলেন?

বুলু। যা বল্লেন—তা থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না।

মিনু। তাহ'লে তো এখন টাকার দরকার সব চেয়ে বেশি। কি করা যায়! কোথা থেকে টাকা পাওয়া যায়? (চিন্তিত) (সহসা) দেখ্ বুলু, এক কাজ কর্‌লে হয় না?

বুলু। কি কাজ—বলো না।

মিনু। এই ধর্—আমি যদি কাল 'অফিস্'-এ গিয়ে অফিসারদের Flirting কর্‌তে আরম্ভ করি।

বুলু। Flirting কি জিনিষ?

মিনু। কথায় বলে না Flirt girl। এই ধর্ অফিসারদের সঙ্গে রেঁস্তোরাঁ, সিনেমা, হোটেলে যাব, খুব ভালবাসার অভিনয় কর্‌ব, আর In Exchange যখন যা কিছু দরকার Tactfully আদায় করে নোবো।

বুলু। কি বলছ মেজদি! এসব চিন্তা তোমার মনে আসে!

মিনু। না এসে উপায় কি! চারিদিকে অন্ধকার দেখ্‌ছি বুলু। মান, ইজ্জৎ, ভদ্রতা বজায় রাখ্‌তে গেলে—চাই টাকা। এত বড় একটা সংসারে দুজনের দুটো কঠিন অসুখ করেছে বুলু। তুই বল্‌লি মায়ের গয়নাগাঁটিগুলোও সব বাঁধা পড়েছে। নীতি মেনে যদি চলি

তাহ'লে তোদের যে আর বাঁচাতে পারব না বুলু। তার ওপর বড়দি হচ্ছেন বিধবা, তাঁরও একটি ছেলে আছে। দেখ্ বুলু, রবিনদার কথা ছেড়ে দে, এক রবিন যাবে, হাজার রবিন আস্‌বে, কিন্তু তোরা যদি সব একে একে চলে যাস্ তাহ'লে তোদের আমি নতুন করে ফিরে পাব না বুলু।

[বুলুর মুখখানি দু'হাতে ধরিয়া মিন্টু কাঁদিতে লাগিল।]

বুলু। তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে মেজদি ? একটা অফিসারের কাছে তাড়া খেয়ে এসে প'ড়ে প'ড়ে যে মেয়ে কাঁদে সে আবার অন্য উপায়ে পয়সা রোজগার কর্‌বে ! এসব যা তা কথা বলিস্ নি মেজদি, শুনলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। (অভিমান)

মিন্টু। আমার বুলুরাণী, ~~আমার বুলুসোনা~~, ~~আমার বুলু—বুলু~~—বুলু— (বুলুকে বুকে জড়াইয়া তাহার কপালে চুম্বন করিল।)

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

৩।৪

—একতলার দালান—

[বিধুবাবু একটি ইজি চেয়ারে শায়িত। সন্ধ্যা]

বিধুবাবু। আঃ—আঃ—নারায়ণ—

[মাধুরী মাথার কাছে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতেছে।]

মাধুরী। কষ্ট হচ্ছে বাবু ?

বিধু। না—না—কষ্ট কিসের ? বেশ আছি, খুব ভাল আছি। দামিনী—দামিনী—

[সৌদামিনীর প্রবেশ]

সৌদা। কি বল্‌ছো ?

বিধু। একে একে গয়নাগুলো তোমার সবই বাঁধা পড়ে যাচ্ছে।

কি করি। বিশ ভরি সোনার মধ্যে তিন ভরিতে এসে ঠেকেছে।

সৌদা। তুমি সেরে উঠে আবার ছাড়িয়ে দেবে।

বিধু। এ্যাঃ! হঁ্যা—(ম্লান হাসি)

সৌদা। হাসলে যে!

বিধু। এমনি! আচ্ছা তোরা সবাই আমার কাছে রয়েছিস্। পটলার কাছে কে রয়েছে?

মাধুরী। গোজো, খোন্তা, হ্যাড়া, সতু—

বিধু। কি আশ্চর্য, ওদের কেন পটলার ঘরে ঢুক্তে দিয়েছ! তুমি তো জানই গিন্নী—পটলার রোগটা বড় ভাল নয়! হতভাগা ছেলে কোথা থেকে যে থাইসিস্ ধরিয়ে এল! ওরে মাধু—যা মা, ছেলেগুলোকে পটলার ঘর থেকে বের ক'রে দে, তুই বরং পটলার কাছে থাক্। ওরে, সতুকে ডেকে দে—

মাধুরী। সতু—সতু—সত্যবান্—

[সত্যবানের প্রবেশ]

সত্য। মা ডাক্‌ছ?

বিধু। এই শালা এদিকে আয়।

সত্য। (কাছে আসিয়া) কি বল্‌ছ?

বিধু। দাদাভাই, তোমার সেই ছড়াটা একবার তোমার দিদিমাকে শুনিয়ে দাও তো।

সত্যবান্। না,—না মারবে।

বিধু। কেউ মারবে না, আমি বল্‌ছি, তুই শোনা'।

সত্য। দাদাভাই চালভাজা খাই
ময়না মাছের মুড়ো,
এক পয়সার বউ এনেছি
খ্যাঁদা নাকের চুড়ো।

[দিদিমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

[মিন্টুর প্রবেশ]

মিন্টু। মা ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন।

[সৌদামিনী ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন]

[ডাক্তারের প্রবেশ, হাতে ব্যাগ, ষ্টেথ্‌স্কোপ]

কেশব। আজ আপনি কেমন আছেন ?

বিধু। ভাল আছি ডাক্তার।

[মিন্টু মোড়া আনিয়া দিল]

মিন্টু। বসুন। (ডাক্তার বসিল)

কেশব। জ্বরটা নেমেছে ? (মাধুরীকে)

মাধুরী। না—

কেশব। এখন টেম্পারেচর কত ?

মাধুরী। ১০২।

কেশব। বসে আছেন কেন ?

বিধু। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগে না ডাক্তার।

[কেশব পরীক্ষা করিল]

কেশব। Heart বড় Weak। বেশি নড়াচড়া করবেন না আপনি। এই ইন্‌জেকশনটা আনিয়ে রাখ্‌বেন।

[পকেট হইতে কাগজ ফাউণ্টেন পেন লইয়া লিখিলেন]

বিধু। Injectionটা না দিলে কি হয় না ডাক্তার ? টাকাগুলো

সব জলের মত খরচা হ'য়ে যাচ্ছে, চারদিকে ধারদেনা জমে উঠেছে, আমি বলি ইনজেকশনটা থাক্।

মাধু। মা কিছু বলবে?

[সৌদামিনীর কাছে মাধুরী আসিল]

বিধু। ডাক্তার! আমি আর বাঁচ্‌ব না। আমাকে মরতে দাও ডাক্তার, কিন্তু এদের মেরো না, আমি ম'রে গেলে এদের সংসার চল্‌বে কি ক'রে। আমার স্ত্রী গয়না গাটি বাঁধা দিয়ে আমার চিকিৎসা করাচ্ছেন, ওর মনে বড় আশা আমি বাঁচ্‌ব; কিন্তু ডাক্তার, আমি নিশ্চয়ই জানি যে মেয়াদ আমার ফুরিয়ে এসেছে।

মাধুরী। মা বল্‌ছেন যত ভালো ভালো ওষুধ ইনজেক্‌শন আছে সব দিন, বাবার কথায় আপনি কান দেবেন না।

বিধু। আমি ভাল কথা বল্‌ছিরে মাধু, তোর মাকে বুঝিয়ে বল্।

মাধুরী। মা কাঁদছেন। এ সব কথা তুমি বোলো না বাবা।

কেশব। প্রেসক্রুপসনটা দিন তো। (মাধুরী উহা দিল) এক কাজ করুন, কাউকে পাঠিয়ে দিন আমার সঙ্গে, ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর ইন্‌জেকশনটা বিকেলে এসে দিয়ে যাব।

[ডাক্তার প্রেসক্রুপসন ছিঁড়িয়া ফেলিল। ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল]

মাধুরী। ওষুধের দামটা। (টাকা দিতে গেল)

কেশব। রেখে দিন, পরে নোবো!

বিধু। তোমার মত যদি সকলেই হত ডাক্তার তাহ'লে পৃথিবীটা একদিনেই স্বর্গ হ'য়ে যেতো।

মাধুরী। মিণ্টু, ভাই, একবার যাও তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওষুধটা নিয়ে আস্‌বে।

কেশব। ভেতরে চলো খোকা, পরেশকে দেখে আসি।

বিধু। হ্যাঁ, পটলাকে দেখে যাও ডাক্তার। ওর জন্যেই আমার ভাবনা। আহা-হা, অমন যোয়ান ছেলেটা—(দীর্ঘশ্বাস) সবই অদৃষ্ট।

(ডাক্তারও মিন্টুর ভিতরে প্রবেশ। মিন্টুর হাতে ডাক্তারের ব্যাগ)

(নেপথ্যে) ন্যাপলা। মিন্টু আছো—মিন্ট —

সৌদামিনী। দেখ্তো মাধু কে ডাকে।

মাধুরী। ন্যাপলা এসেছে। তাড়িয়ে দি। এই সব হাড়-হাবাতে লক্ষীছাড়া ছেলেদের সঙ্গে মিশেই পটলা উচ্ছন্নে গেল।

সৌদামিনী। আহা! নারে-না। ওকে ডেকে আন্। বোধ হয় আমার পটলার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে।

মাধুরী। ভেতরে এস।

বিধু। আহা-হা কর্মফল—সবই কর্মফল—

সৌদামিনী। এত ভাবছ কেন বলতো?

বিধু। নন্দী সায়েব ঐ অফিস থেকে Transfer হ'য়ে গেলেন এখন অফিসার হচ্ছেন গুহ সায়েব। নন্দী সায়েব থাকলে কিছুতেই তিনি আমার মাইনেটা বন্ধ কর্‌তেন না। আমার ভাগ্য-দোষে ভাল লোকটাই স'রে গেল।

(ন্যাপলার প্রবেশ)

ন্যাপলা। বড়দি—টাকা!

মাধু। টাকা!

ন্যাপলা। হাঁ, পটলদার অসুখে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে, এখন টাকার দরকার খুব বেশী। এই নিন ৫১৲ টাকা।

সৌদা। না, বাবা না, ওটা তোমার কাছেই থাক্। ছেলে মানুষ তুমি এত টাকা কোথায় পেলে বাবা।

ন্যাপলা। এ টাকা আমার নয়—পটলদার।

মাধু। পটলার টাকা! [রুক্ষ মেজাজ]

সোদা। তোমার কাছে জমা রেখেছিল বুঝি?

ন্যাপলা। না জমা রাখেনি। পটলদার রোজগারের টাকা। থিয়েটার কোম্পানীর ম্যানেজার টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মাধু। পাঠাবার কারণটা—[রুক্ষ মেজাজে]

ন্যাপলা। পটলদা বাইরে যে সাজাহান প্লে করে এলেন—তা'র টাকা। প্লে কর্‌তে কর্‌তে Last sceneএ পটলদার মুখ থেকে হঠাৎ রক্ত ওঠে। সেই সময়ে গোলমালে তাড়াতাড়িতে Manager মশাই টাকাটা দিতে পারেননি। পটলদার অসুখের কথা শুনে আমার হাত দিয়ে তিনি টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন।

বিধু। আহা হা হা—

সোদা। আমার পটলার রোজগারের টাকা। মাধু বাছাকে আমার কত গালমন্দ করেছিস্ তোরা। [ক্রন্দন]

মাধু। এমন রোজগারে দরকার কি। থিয়েটার দলে গিয়েই তোমার ছেলে ছাই পাঁশ গিল্‌তে সুরু করেছে!

বিধু। সবই অদৃষ্ট মাধু সবই অদৃষ্ট—

ন্যাপলা। না বড়দি। পটলদাকে দোষ দেবেন না। সেদিন মুখ থেকে রক্ত বেরুতেই অধিকারী মশাই জোর ক'রে পটলদাকে ওষুধের মত একটু খাইয়ে দিলেন। পটলদা কিন্তু কিছুতেই খেতে রাজী হ'ননি।

সোদা। আমি তোকে বলেছিলুম না—পট্‌লা আমার সে ছেলে নয়।

বিধু। পট্‌লাকে তোরা ভুল বুঝেছিস্ মাধু, ও হচ্ছে ছাই চাপা আগুন। ব্যাটার বড় সখ ছিল মনে যে দানিবাবু হবে—

ন্যাপ্‌লা। আমি যাই মাসিমা—[সৌদামিনীকে প্রণাম করিল। সৌদামিনী ন্যাপ্‌লার দাড়িতে চুম খাইলেন হাত দিয়া]

সৌদা। পটলার সঙ্গে দেখা করবে না ?

ন্যাপ্‌লা। না আজ থাক্। আমি গেলেই আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে, ওর কষ্ট হবে। পটলদা সেরে উঠুক, আমি নিশ্চয়ই এসে দেখা কর্‌বো। [প্রস্থান]

সৌদা। আহা রত্ন, সোনার টুক্‌রো ছেলে। এই সব ছেলেকে তুই দেখ্‌তে পারিস্‌ না মাধু। পৃথিবীকে তুই যতটা খারাপ মনে করিস্‌ মাধু, ততটা খারাপ সে নয়। পট্‌লার কাছে যা, দেখ্‌ ডাক্তার কি বল্‌ছে।

মাধু। বেশী কথা বলো না বাবা, চুপ ক'রে শুয়ে থাকো।

[মাধুরির প্রস্থান]

বিধু। চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌তে পারি কই ? বুকের ভেতরটা যে আমার খালি হ'য়ে গেছে।

সৌদা। আবার কথা বলে ?

বিধু। ধারদেনায় চারিদিক থেকে জড়িয়ে পড়েছি। বাড়ীওলা নোটিশ দিয়েছে, আজ বাদে কাল তোমাদের হাত ধরে পথে দাঁড়াতে হ'বে। আমি····· আমি······সব কিছু দুঃখ কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারতুম্‌ গিন্নী—আমার পট্‌লা যদি আজ ভালো হ'য়ে উঠ্‌তো। ভগবান, আমার চাকরি কেড়ে নিয়েছো, তাতে আমি দুঃখিত নই, দুঃখ দৈন্য তুমি দিয়েছো আমার জীবনে—তাতেও আমি ভেঙে পড়িনি, কিন্তু আমার মুখের অন্ন আমার পট্‌লা—আমার পট্‌লাকে কেন তুমি······

[ক্রন্দন] [বিধুবাবু সোজা উঠিয়া বসিলেন]

আঘাত দাও, আরও আঘাত দাও আমি সহ্য করব—আমরণ সহ্য করব—

সৌদা। কেন তুমি এরকম করছ? কেঁদোনা। আমার কথা শোনো।

[সৌদামিনী বিধুবাবুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতেছেন।]

(ড্রপ)

৪।১

অফিস রুম

সত্যেন। দ্বিজেন—

দ্বিজেন। বলুন।

সত্যেন। দেশলাইটা একবার দাও তো। সিগারেটটা ধরিয়ে নি।

[দ্বিজেন পকেট হাতড়াইতেছে]

দ্বিজেন। এই ভেনো—

ভানু। কি? [কাজ করিতে করিতে]

দ্বিজেন। খুব ছেলে যা হ'ক্ বাবা।

ভানু। কেন!

দ্বিজেন। দেশলাইটা পকেটবাজি ক'রেছিস্ তো?

ভানু। (হাসি) ওহো,—এই ছাখো বিড়িটা ধরিয়ে তোমাকে ফেরোৎ দিতে ভুলে গেছলুম মাইরি।

দ্বিজেন। সতুদাকে দেশলাইটা দে। নিবারণদা তো আজকেও Absent দেখছি, নিবারণদা বড় Irregular—

[ভানু সত্যেনকে দেশলাই দিল। সত্যেন সিগারেট ধরাইল।]

সুহাস। তা ব'ল্‌লে কি হয়। ছোট সায়েবকে তেল দিয়ে দিয়ে বছরের পর বছর ঠিক Increamentটি বাগিয়ে নিচ্ছে।

আঢ্যি। হাঁরে ভেনো, শুন্‌তে পাই নিবারণদা নাকি ছোট সায়েব আর ছোট সাযেবের Lady-typistএর জন্য সিনেমার টিকিট কিনে আনে!

ভানু। চেপে যাও না ব্রাদার। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি, ওসব হচ্ছে বড় ঘরের বড় ব্যাপার।

দ্বিজেন। লোকটা মহা-হারামজাদা!

আঢ্যি। যা ব'লেছিস্‌ দ্বিজেন। আমার মাইনেটা আমার হাতে না দিয়ে পাঠায় কিমা আমার গিন্নীর কাছে।

ভোলা। তোমার বাড়ি থেকেই তো Complain করেছে তুমি নাকি Race-groundএ গিয়ে মাইনের টাকা ঘোড়ার পেছনেই উড়িয়ে দাও।

আঢ্যি। উড়িয়ে দি মানে! যা টাকা পাই তা'তে কি সংসার চলে! মাইনের টাকাটি পেয়ে Race-groundএ Double করতে যেতুম্‌, একবার একটা মোটা বাজি মেরেছিলুম বুঝ্‌লি? এখন ভাই মাসের শেষ, একটি পয়সার জন্যে গিন্নীর কাছে হাত বাড়াতে হয়!

[রবিন নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতেছে]

অজয়। রবিনদা—ঘাড় মুখ গুঁজে কি ঘোড়ার ডিমের কাজ ক'রছো।

সুহাস। প্রমোশনের কোন Chance নেই।

আঢ্যি। এম-এস-সি পাশ করে বড় জোর আড়াইশো টাকাতে গিয়ে পৌছুবে।

ভানু। মাইরি কাল একখানা First class ইংরিজি ছবি দেখে এসেছি। আহা মেয়েটা কি পার্টই কর্‌লে মাইরি, মাইরি জ্বালিয়ে দিলে!

দ্বিজেন। বলিস্ কি রে!

ভানু। কি Voluptuous চেহারা মাইরি, চোখের কি Expression। আহা, সেকি Acting, কল্পনা করা যায় না!

আঢ্য। কার কথা বল্‌ছিস্?

ভানু। Ingrid Bergman! আহা, ও রকম Actress আর জন্মাবে না মাইরি।

দ্বিজেন। তুই থাম্! ক'খানা ছবি দেখেছিস্ রে? পার্ট ক'রে গেছে আমাদের গ্রিটা, পার্ট ক'রে গেছে আমাদের মার্লিণ। নায়ক নায়িকার এক-একটা Romantic scene দেখ্‌লে মনে হয় এখুনি হার্ট ফেল ক'রে মারা যাই।

অজয়। রবিনদা, তুমি এখনো কথা বল্‌ছো না? তুমি তো খুব Conservative।

রবিন। (মুখ তুলিয়া) Conservative? (হাসি) ভালো। দেখো, আমাদের অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে আজ ঘুণ ধরেছে, তাই আমাদের সামাজিক আর নৈতিক চেতনাও দুর্বল হ'য়ে প'ড়েছে। শিক্ষা আর সভ্যতার খোলসটুকু নিয়ে আজ আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ এখন আর আমরা তা বুঝ্‌তে পারিনা। তা'না হ'লে দশ আনা পাঁচসিকে পয়সা বাজে খরচা না ক'রে, তোমরা সেটাকে সংসারের কাজে লাগাতে!

সুহাস। এই দেখো, আবার সেই Lecture! দুঃখের মধ্যে যেটুকু আনন্দ আমরা পাই সেটুকুই তো আমাদের লাভ।

রবিন। Lecture নয় সুহাস! আজ কঠিন—কঠিন সমস্যা অক্টোপাশের মত আমাদের জীবনকে জড়িয়ে ফেলেছে।

দ্বিজেন। বুঝ্‌লুম তো সব, কিন্তু সমাধানের উপায় কি ?

রবিন। দেখো দ্বিজেন, সমাধানের উপায় আমি তোমাদের বল্‌তে পারি। কিন্তু তোমাদের মত বিভিন্ন মতবাদীদের তাড়নায় আমাকে বিপর্যস্ত হ'তে হ'বে। সমস্যার সমাধান তো আমাদের হাতে মানে তোমাদের হাতে। কিন্তু তোমরা এখনো আফিং-এর নেশায় মশগুল হ'য়ে আছো।

আঢ্যি। আফিং-এর নেশা! কেন!

রবিন। পর-নিন্দা, স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান, পদমর্যাদাভিমান, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আর কুসংস্কার, এগুলোকে তোমরা 'আফিং'-এর মত গিল্‌ছো। সমস্যার সমাধান হ'বে কি করে! একজন হয়ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমাদের সমস্যার কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, আর তোমরা? জল-ভরা ফ্যাকাশে চোখ নিয়ে দিব্যি আরাম ক'রে ঢুল্‌ছ আর হাই তুল্‌ছ।

সত্যেন। ওহে আজ শনিবার, দেড়টা বাজে!

আঢ্যি। নাওহে পাঁজিপুঁথি তোলো।

অজয়। দেড়টা বাজে! বাঁচা গেছে! চল্‌রে দ্বিজেন বাড়ী যাই।

সুহাস। রবিনদা তুমি এখনও ব'সে কাজ করছে—

[রবিন লিখিতেছে]

ভানু। লেখাপড়ায় যখন ভালো ছেলে, তখন কেরাণী হিসেবে তো ভাল হ'বেই। আমি ওসব কাজ-কম্মোর ধার ধারি না। আসব, ফাঁকি দোবো, মাসের শেষ মাইনেটি নেবো বাড়ী যাব—ব্যস। বেশি কাজ কর্‌লে কি বেশি মাইনে দেবে?

অজয়। সত্যি ভাই! রাত্তির আটটা ন'টা পর্যন্ত কাজ ক'রে ক'রে বিধুবাবু অসুখে পড়েছেন। কই—অফিস তাঁকে দেখছে?

ভানু। অফিসের কর্তাবা সব আঁটছে বসে ফন্দী।
কেমন ক'রে পাকে চক্রে করবে আমায় বন্দী,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আমি দিয়ে চলি ধাপ্পা
(আর) কলম ধরে গুণগুণিয়ে গাই যে লারে লাপ্পা।

(রবিন ব্যতীত সকলে হাসিতেছে। মিনু প্রবেশ করিতেই সকলের হাসি বন্ধ হইয়া গেল।)

(মিনুর প্রবেশ)

মিনু। রবিনদা—

রবিন। কি খবর?

মিনু। পটলের অবস্থা বড় খারাপ। ডাক্তারবাবু বলেছেন বোধহয় আজকের রাতটা আর কাটবে না।

রবিন। (মিনুকে) বলো কি! (সকলে) কা'র কথা বলছ জানো? বিধুবাবুর বড় ছেলে। থাইসিস্ হয়েছে—অবস্থা খুব খারাপ। যক্ষার মত মৃত্যু আজ দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে গ্রাস করতে চলেছে।

আঢ্যি। (অজয়কে) সেই যে একবার টিফিন-কেরিয়ার ক'রে বিধুবাবুকে অফিসে খাবার দিতে এসেছিল মনে নেই—

ভানু। হাঁ, হাঁ, খুব চিনি তা'কে, সে তো Ameteur worldএর একজন নাম করা অভিনেতা।

রবিন। অদ্ভুত প্রতিভা ছেলেটির। মুখে মুখে তৈরী করে গৈরিশ ছন্দ, অদ্ভুত মেধাবী। কিন্তু দেখো, আজ তা'র কি অবস্থা! অত বড় একটা প্রতিভা চোখের আড়ালেই রয়ে গেল!

আঢ্যি। কেরাণীর ছেলে কিনা—তাই!

রবিন। আগেকার দিনে এই কেরাণীর সংসার থেকেই বেরিয়েছেন বড় বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, প্রফেসার, আইনজীবি, দেশনেতা, অভিনেতা—কিন্তু আজ? যাক্ সে কথা। কি বল্‌ছিলে যেন— (মিনুকে)

মিনু। আজ অফিসের পরেই একবার তোমাকে যেতে হবে।

রবিন। নিশ্চয় যাবো।

মিনু। সন্ধ্যের সময় কিন্তু গেলে চল্‌বে না।

রবিন। না—না—আমি এখুনি যাব।

সত্যেন। বিধুবাবু কেমন আছেন?

মিনু। কষ্ট করে আর যে ক'টা দিন থাকেন।

সত্যেন। বিধুবাবুর সংসারে ভাঙন ধরা মানে, আমাদের সংসারেই ভাঙন ধরা, বিধুবাবু আমাদেরই একজন। (হঠাৎ) এই যে Sir,—আসুন Sir—Good afternoon Sir—

(সহসা গুহ সায়েব প্রবেশ করিয়াছেন)

মিঃ গুহ। Telegram deal করে কে!

সত্যেন। রবিনবাবু।

রবিন। বলুন।

মিঃ গুহ। See, এই Telegramটা দুদিন দেরী ক'রে আমার কাছে পাঠানো হ'য়েছে কেন?

রবিন। দেখি। [Telegram দেখিয়া) আমি তো পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

মিঃ গুহ। Where's your Register? Telegramটা receive করে আপনি খাতায় Entry করেছেন তো?

রবিন। মনে তো হয়।

মি: গুহ। Bring yonr Register.

(রবিন Register খুঁজিতেছে)

(মিঃ গুহ রবিনের চেয়ারে পা দিয়া দাঁড়াইলেন। রবিন Register লইয়া আসিল)

রবিন। পা নামিয়ে নিন্। এটা আমার বসবার চেয়ার।

মিঃ গুহ। Subbish—(টাই নাড়িয়া Smart হইয়া দাঁড়াইলেন) বের করুন কোথায় Entry করেছেন।

রবিন। এইতো আজকের তারিখে Entry করা।

মিঃ গুহ। (ধমকাইয়া) But why ? আজকের তারিখে Entry করা হবে কেন ? Post office কোন্ তারিখে ছাপ মেরেছে। Here's ~~7th September~~ 21st Dec but to-day is ~~9th September~~ 23rd Dec, দু'দিন Telegram খানাকে detain করা হ'য়েছিল কেন ?

রবিন। বল্লাম তো Telegram খানা আজকে আমি পেয়েছি !

মিঃ গুহ। You are a liar.

রবিন। ভদ্রতা—জ্ঞানটা পুরামাত্রায় বোধ হয় আপনার মধ্যে আসে নি।

মিঃ গুহ। Shut up !

রবিন। কোট, প্যাণ্ট, টাই পর্‌লেই আর অফিসার হওয়া যায় না।

মিন্নু। রবিনদা !

মিঃ গুহ। I shall issue a charge-sheet against you.

রবিন। এতখানি কষ্ট আপনি কর্‌বেন আমার জন্যে !

মিঃ গুহ। I will sack you, I will discharge you, impertinent fellow. আমি তোমার এই Office থেকে চলে যাওয়ার পথটা, খুব Smooth and easy ক'রে দেবো—See ? What's you big idea, you are jeering at me ?

রবিন। ডাক্তার ডাক্‌তে যাবো ?

মিঃ গুহ। Give me your explanation regarding the telegram.

রবিন। Telegramটা বড় সাহেবের ঘরে দু'দিন পড়েছিল। Telegramটার পেছনে বড় সাহেবের সই আছে! এই দেখুন।

(মিঃ গুহ Telegramটী দেখিলেন)

মিঃ গুহ। Good God! Dare you play foul with me ? Alright. আমি তোমাকে দেখে নেবো। I will take proper measure for your subversive activities. Mind you boy, my name is Barid Baran Guha. Once I get you in my grip, it will be so difficult for you to make yourself free from my clutches. No tears, no entreaties will stand on my way. I like to pay you back in your own coins.

(মিঃ গুহের প্রস্থান)

রবিন। চাকরি তুমি আমার খাবে কি, আমিই তোমার চাক্‌রি খেয়ে দোবো। অভদ্রলোক কোথাকার!

সত্যেন। সাবাস্ ভাই, তোর বাহাদুরি আছে বল্‌তে হবে।

রবিন। বাহাদুরি কিছুই করিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম ক'রে যাব।

মিনু। চলো রবিনদা—

রবিন। চলো—

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)।

কেরাণীর জীবন

৪।২

—একতলা দালান—

(বিধুবাবু ইজি চেয়ারে শুইয়া আছেন। খুব অসুস্থ তিনি, মাথার কাছে দাঁড়াইয়া সৌদামিনী বাতাস করিতেছেন)

বিধু। দামিনী—দামিনী—

সৌদামিনী। কি ব'লছো ?

বিধু। পটলা কেমন আছে ?

সৌদামিনী। পটলার অসুখ প্রায় সেরে এসেছে।

বিধু। নীচ থেকে যে ওপরে উঠে ছেলেটাকে দেখ্‌তে যাবো এমন ক্ষমতা নেই। যাক্‌, খোকা তা'হলে প্রায় সেরে উঠেছে! ভগবান আছেন উপরে। আমরা মানুষ, দুর্বল আমাদের মন, তাই মাঝে মাঝে বিপদে পড়লে আমরা তাঁর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলি।

সৌদামিনী। একটু কম কথা বলো। এই ওষুধটা খেয়ে নাও।

[একটা ছোট টুলে ওষুধের শিশি আর গ্লাস আছে]

বিধু। গয়না-গাঁটি আর তো কিছুই নেই দেখ্‌ছি। হারটা কোথায় গেল ?

সৌদামিনী। তুলে রেখেছি।

বিধু [illegible] [illegible] বাঁধা দিলে ?

সৌ[illegible] [illegible] কেন ?

বিধু [illegible] মনে [illegible] ক'রে আর লাভ কি ? কিন্তু সংসারের বড় মায়া। যতই মনে ক[illegible] কারো কথা ভাব্‌বো না, কোনও কিছু চিন্তা কর্‌ব না, ততই যেন ভাব্‌না চিন্তাগুলো জগদ্দল পাথরের মত বুকের ওপর চেপে বসে।

সৌদামিনী। আবার বেশী ক[illegible] [illegible]লে!

বিধু। দেখো গিন্নী, পটলা একটু সেরে উঠলেই ওকে হাওয়া বদলানর জন্যে ওয়ালটিয়ারে পাঠাতে হবে। সেখানে আমার এক বন্ধু চাকরি করে।

সৌদামিনী। আচ্ছা—আচ্ছা, সে হবে এখন। আগে নিজে সেরে ওঠো তো!

[মিনু ও রবিনের প্রবেশ]

মিনু। কেমন আছো বাবা?

বিধু। একটু ভালো। এসো রবিন, বোসো—

[সৌদামিনী ওষুধের গেলাস তুলিয়া লইয়া টুলটী রবিনকে বসিতে দিলেন। মিনু বিধুবাবুর পাশে দাঁড়াইয়া আছে]

সৌদামিনী। বোসো বাবা।

রবিন। (বসিল) আগেকার তুলনায় এখন অনেকটা ভালো আছেন আপনি—কি বলুন?

বিধু। ভালো নয় রবিন, মুখে বলি ভালো। তোমার মাসিমার গায়ের গয়না-গাটি আর একটিও নেই, সব কিছু বাঁধা পড়ে গেছে!

রবিন। মিনুর মুখে আমি সব শুনেছি।

বিধু। ঐ একরত্তি দুধের মেয়ে আমার এত বড় সংসারটা চালাচ্ছে। মিনু যদি আজ চাকরি না করতো, তা'হলে আমাদের অবস্থাটা কি হ'ত একবার ভেবে দেখ।

মিনু। কি যে বলো বাবা। মাথার ওপর ভগবান আছেন। তিনি সকলের জন্যেই চিন্তা করেন।

বিধু। রবিন, আমার একটা কথা রাখবে বাবা—

রবিন। বলুন!

বিধু। মিনু আমার স্বর্ণ-প্রতিমা। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বয়স হ'য়ে গেল, ওর বিয়ে দিতে পারলুম না।

মিনু। আমার জন্যে কেন এত ভাবছ বলতো?

বিধু। রবিন—বাবা—আমার মিনুকে তুমি যদি বিয়ে কর, আমি শান্তিতে মরতে পারব। আজ আমি পথের ভিখিরি। একটি পয়সাও আমার সঞ্চিত নেই যা দিয়ে আমি তোমাদের বিয়ে দিতে পারি। কেরাণী জীবনের কি দুর্ভাগ্য, বড় মেয়ের বিয়েতে খরচা করেছি খুব সামান্যই, তবু যদি জামাইটা বেঁচে থাকতো! (ক্রন্দন) মাধু আমার থান কাপড় পরে, খালি হাতে আমার সাম্‌নে ঘুরে বেড়ায়, রবিন—বুকের ভেতরটা আমার হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। (ক্রন্দন)

সৌদামিনী। এই দেখো—আবার কাঁদ্‌ছে! এ ক'দিন তোমার কি হ'য়েছে বলো তো?

বিধু। মিনুকে যদি তুমি বিয়ে করতে রাজী হও, আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ কর্‌বো বাবা, তুমি সুখী হবে, চিরকাল তুমি শান্তিতে কাটাবে। রবিন, হয়তো আমি আর বাঁচব না, আমার শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। তোমার কাছে এটা আমার ভিক্ষে।

রবিন। এ আপনি কি বলছেন! বেশ, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে।

বিধু। এ্যাঁ! মিনুকে তুমি বিয়ে কর্‌বে! আঃ—আঃ—প্রাণে আজ আমার বড় শান্তি। মিনু এদিকে আয়—এদিকে আয় মা—রবিন কাছে এসো বাবা—

(মিনু ও রবিন দুইজনে বিধু মুখুজ্যের দুই পাশে আসিল। বিধুবাবু দুজনের হাত এক করিয়া দিলেন।)

রবিন, আজকে আমি মিনুকে তোমার হাতে সম্প্রদানকরলাম, সাক্ষী রইলেন একমাত্র ভগবান—।

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

৪।৩

—পট্‌লার শয়ন কক্ষ—

[পট্‌লা শয্যায় শায়িত। মাধুরী শয়ন-শিয়রে উপবিষ্ট। মাধুরী মাথায় হাত বুলাইতেছে। ঔষধ পত্র ইত্যাদি একটি ছোট টেবিলের উপর রহিয়াছে।]

পট্‌লা। দিদি আর শুয়ে থাক্‌তে পারি না। আমাকে—আমাকে বসিয়ে দে। নিঃশ্বাস নিতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে আমার—দিদি কাঁদ্‌চিস্‌?

মাধুরী। কই না।

পট্‌লা। তোদের আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি—না?

মাধুরী। না না, কষ্ট আবার দিলি কবে? এই নে ওষুধটা খেয়ে ফেল্‌! (ওষুধ কস্‌ বহিয়া পড়িয়া গেল)

পট্‌লা। হাঁ দিদি, আবার আমি বাঁচ্‌ব? ডাক্তারবাবু কি বল্‌ছিলেন—সত্যি ক'রে বল্‌না দিদি?

মাধুরী। অসুখ তোর অনেকটা সেরে গেছে।

পট্‌লা। তবে কেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? (কাশি) থুথু ফেলবার জায়গাটা দে। আর কাশ্‌তে পারি নারে, পেটে বড় ব্যথা হয়ে গেছে।

মাধুরী। পেটে একটু হাত বুলিয়ে দেবো?

পট্‌লা। দিদি তোর চোখ দু'টো ছল্‌ ছল্‌ করছে কেন?

মাধুরী। নারে—না।

পট্‌লা। দিদি আমি তোকে বরাবরই খুব ভয় ক'রে এসেছি। আমি মনে কর্‌তুম তুই বড় কঠোর; ভগবান তোকে ইস্পাত দিয়ে

তৈরী করেছেন, কিন্তু এখন দেখছি (কাশি) আঃ—আঃ—আর পারি না—দিদি, চাপ চাপ রক্ত উঠ্‌ছে। তুই কাছে থাকিস্‌নে দিদি, পালিয়ে যা।

মাধুরী। বেশি বকো না দুষ্টু ছেলে—

পটলা। দিদি, তুই আজকাল আমাকে এত আদর করিস্‌ কেন—ম'রে যাব ব'লে ?

মাধুরী। (কান্নায় ফাটিয়া পড়িলেন) ওরে, নারে না—বালাই ষাট।

পটলা। বাবা কেমন আছেন ?

মাধুরী। বাবা প্রায় সেরে উঠেছেন—

পটলা। মা কোথায় ?

মাধুরী। ঠাকুর পূজায় বসেছেন।

পটলা। মিনু—?

মাধুরী। রান্না করছে।

পটলা। বুলু—?

মাধুরী। বাসন মাজছে—

পটলা। ঝিকে ছাড়িয়ে দিলি কেন ? বুলুর বাসন মাজতে কষ্ট হবে না ?

মাধুরী। তুই একটু চুপ করে থাক্‌ ভাই।

পটলা। সকলকে একবার ডেকে আন্‌ দিদি, ভাল ক'রে দেখে নিই, মনে হচ্ছে দিদি তোদের যেন কতদিন দেখিনি। (কাশি) আঃ—আঃ—আঃ—

(ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া গেল)

মাধুরী কি হ'লরে পটলা ? কি হ'ল ভাই ? (শঙ্কিত)

পটলা। আঃ—আঃ—মাকে একবার ডেকে দে····· সকলকে ডেকে দে···দিদি···দিদি···

(পটলা হাঁপাইতেছে, ছট্‌ফট্ করিতেছে)

মাধুরী। কি হ'য়েছে ভাই ?

পটলা। বুকের ভেতরটা···বুকের ভেতরটা·· কি রকম ক'র্‌ছে সব···সব···অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে— (পটলা শ্বাস টানিতেছে)

[মাধুরী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল]

মাধুরী। ওমা—মাগো—(গলা কাঁপিতেছে) পটলা কি রকম কর্‌ছে···

পটলা। তুই কাঁদিস্‌নি দিদি···আমার···আমার কিছু হয়নি আঃ—আঃ—

[উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল]

মাধুরী। মা—মা— (চীৎকার করিল)

[সৌদামিনী ছুটিয়া আসিলেন]

সৌদামিনী। কি হয়েছে মা—

মাধুরী। পটলা কি রকম কর্‌ছে।

[সৌদামিনী পটলার মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন]

সৌদামিনী। কি হ'য়েছে বাবা ? (অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠ)

পটলা। মাগো তোমার পা দুটো কোথায় একটু······একটু······ পায়ের ধূলো দাও, অনেক জ্বালিয়েছি মা···অনেক কষ্ট দিয়েছি।

সৌদামিনী। চাঁদ আমার, মানিক আমার কষ্ট হচ্ছে ?

[দুই হাত দিয়া ছেলেকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন]

পটলা। (কাশিতে কাশিতে) মা—মা—মা—মাগো—

[পিছন দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়া পড়িল—মৃত্যু]

সৌদামিনী। কি হ'ল, কি হ'ল মাধু! তবে কি—তবে কি—চাঁদ আমার মাণিক আমার, ওরে—ওরে পটলা কথা ক'—

[মিনু ও বুলু ছুটিয়া আসিয়া পটলার উপর লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল]

মাধুরী। চুপ কর মা, বাবা এখুনি শুনতে পাবেন—

[নেপথ্যে] বিধুবাবু। কি হ'য়েছে রে মাধু?

মাধুরী। বাবা শুনেছেন বোধ হয়—

[রবিনের কাঁধে ভর দিয়া বিধুবাবু প্রবেশ করিলেন]

বিধু। কি হ'য়েছে মাধু?

মাধুরী। কিছু হয় নি বাবা।

[মাধুরী পাথরের মত বসিয়া আছে]

আপনি আবার এ ঘরে এলেন কেন?

রবিন। চলুন কাকাবাবু—

বিধু। তুই যে তবে চেঁচিয়ে উঠলি! পটলা কেমন আছে?

মাধুরী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) পটলা ভালো আছে বাবা।

বিধু। তুই কাঁদ্‌ছিস! দামিনী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—এ সবের মানে কি?

মাধুরী। পটলা ঘুমুচ্ছে বাবা! (কাঁদিতেছে)

বিধু। ঘুমুচ্ছে! ঘুমুচ্ছে! ও সব চালাকি আমি ঢের বুঝি। আমাকে ছেড়ে দাও রবিন—

রবিন। কাকাবাবু!

বিধু। না—না—আমাকে ছেড়ে দাও, ছেলেটাকে আমার দু'চোখ ভ'রে দেখে নিই।

(রবিনের হাত হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন।)

বিধু। ঘুমুচ্ছে! পটল ঘুমুচ্ছে!

মাধুরী। হাঁ বাবা, ডেকো না, ওর ঘুম ভেঙে যাবে—

বিধু। [কাঁপিতেছেন] তুই এখনও আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস

মাধু। [ক্রন্দন] পটলা নেই···আমার পটলা নেই ?

[ছুটিয়া পটলার কাছে গেলেন এবং পটলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিয়া উঠিলেন]

বিধু। খোকা! বাবা! চলে গেলি—আমাকে ছেড়ে চলে গেলি—! ওরে, চব্বিশটা বছর আমি যে তোকে খাইয়ে পরিয়ে এত বড করলুম—সব মায়া কাটিয়ে তুই চলে গেলি! খোকা—বাবা—খোকা—

[বিধুবাবুর দেহ সহসা মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। পুত্রশোকে তিনিও পৃথিবীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন]

মাধুরী। কি হ'ল বাবা! [উৎকণ্ঠিত হইয়া]

মিনু। বাবা—

বুলু। বাবাগো—

[বিধুবাবুর উপর লুটাইয়া মেয়েরা কাঁদিতেছে। রবিনের চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে।]

মিনু। [অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠ] কি হ'ল রবিন দা ?

রবিন। কেরাণীর জীবন শেষ হ'য়ে গেল।

[সৌদামিনীর চোখে জল নাই। পাষাণীর মত স্থির হইয়া তিনি বসিয়া আছেন।]

(ড্রপ)